DB-338 Rs. 15.00
U.S. $ 0.45

প্রাণ

চাচা চৌধুরী আর স্কাই ড্রাইভার
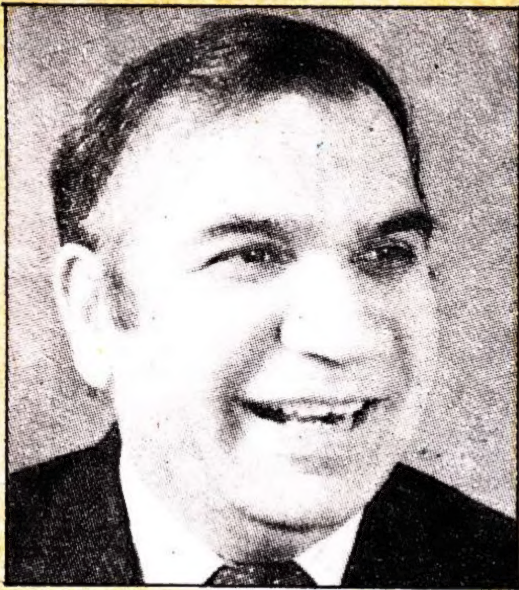
The heart throb of millions of comic strip lovers, cartoonist Pran was born in a small town, Kasur, now in Pakistan. After completing his M.A. in Pol.Sc. and studying Fine Arts, he started his cartooning career in 1960 from Daily Milap.

During those days foreign comics were being published all over the country. Young Pran created comics having Indian characters and on local themes. His characters CHACHA CHAUDHARY, SABU, SHRIMATIJI, PINKI, BILLOO and RAMAN have become phenomenal success one after the other.

Winner of the People of the Year Award 1995, instituted by Limca Book of Records, his two episodes of CHACHA CHAUDHARY series have been acquired by International Museum of Cartoon Art, USA. In 1983 Prime Minister Mrs. Indira Gandhi released his comic book, 'Raman - United We Stand.'

The reason for the popularity of Pran's characters is that they present simple and straight humour which directly tickles the laughter nerve of the reader.

Publisher
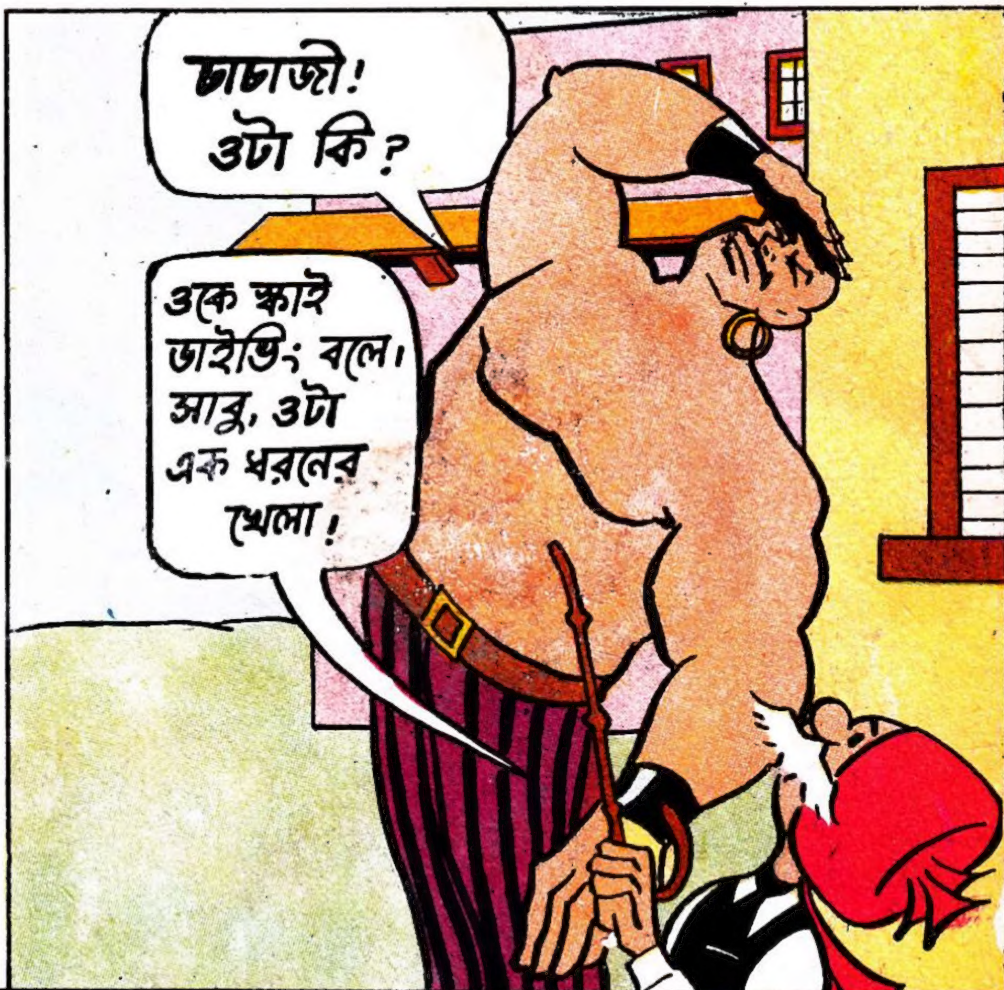
মাটি কাছে এসে পড়েছে!
প্যারাশুট খুলে গেছে!

জ্যাকি! তুমি প্যারাশুট কেন খোলোনি?
আমার সঙ্গে পাল্লা দিলে মারা যাবে।
ডুংগা! প্রথমে তুমি খোলো!

নাও, আমি প্যারাশুট খুলে দিয়েছি!
আমিও!

হ্যাপ্পী ল্যান্ডিং, জ্যাকি! তোমার প্রদর্শন খুবই ভাল হয়েছে!

আমাকে নিজের প্রদর্শনকে আরও ভাল করতে হবে। আমি প্যারাশুট না খুলে বেশীক্ষন শূন্যে থাকতে চাই।

আমি স্কাই-ডাইভিং চ্যাম্পিয়ন হতে চাই!

ডুংগা! তোমার চ্যাম্পিয়নশিপ আর বেশীদিনের জন্য নয়!
আমি ওকে গুলি করে দেব!

ও বেঁচে না থাকলে চ্যাম্পিয়নও হতে পারবে না।
তাহলে তুমিও ফাঁসিতে ঝুলবে।

আমি জ্যাকির প্যারাশুটকে এমনভাবে বেঁধে দেব যে, ওটা খুলবেই না! ও মাটিতে পড়ে মারা যাবে...সবাই এটাকে অ্যাকসিডেন্টই ভাববে।

সাবু কি খাবে? চা না কফি?
ও লাস্যি খায়!
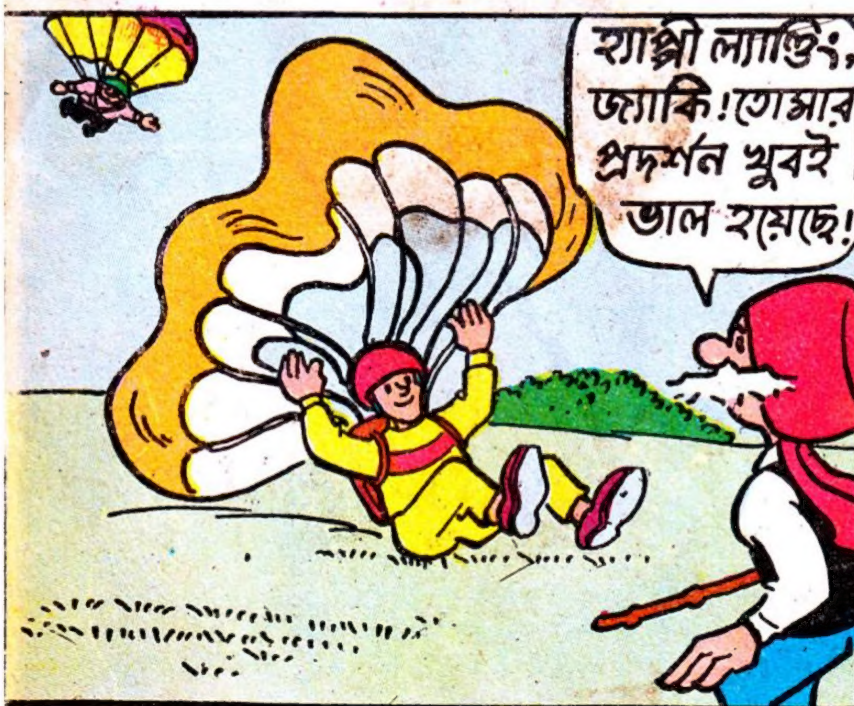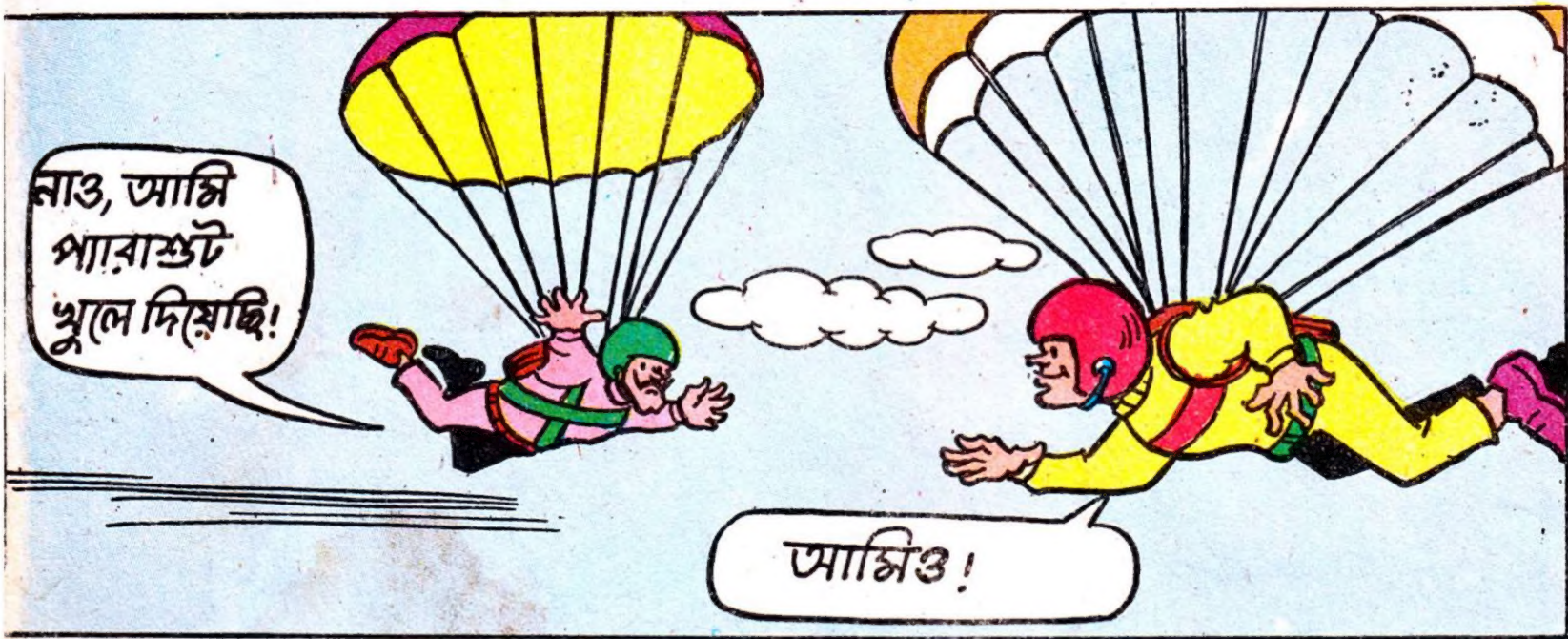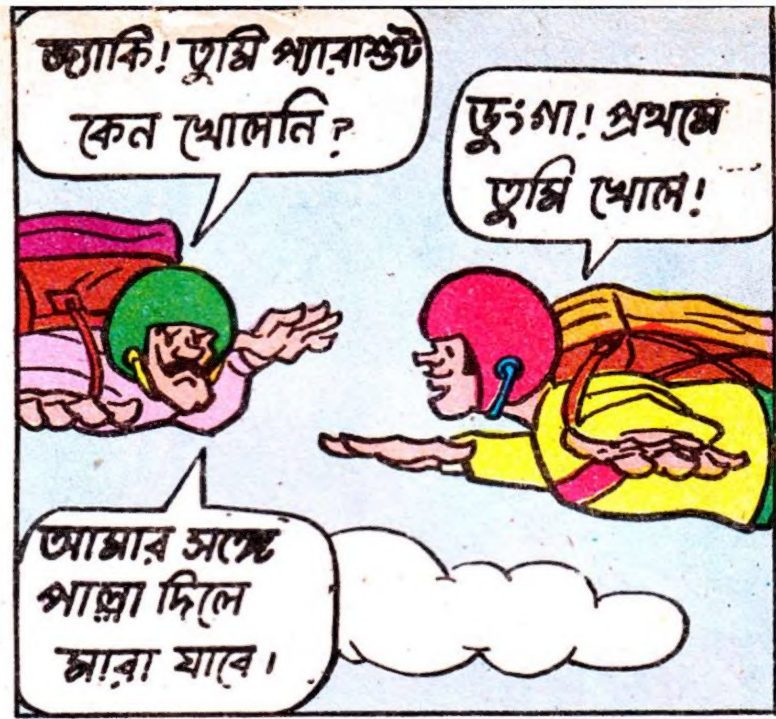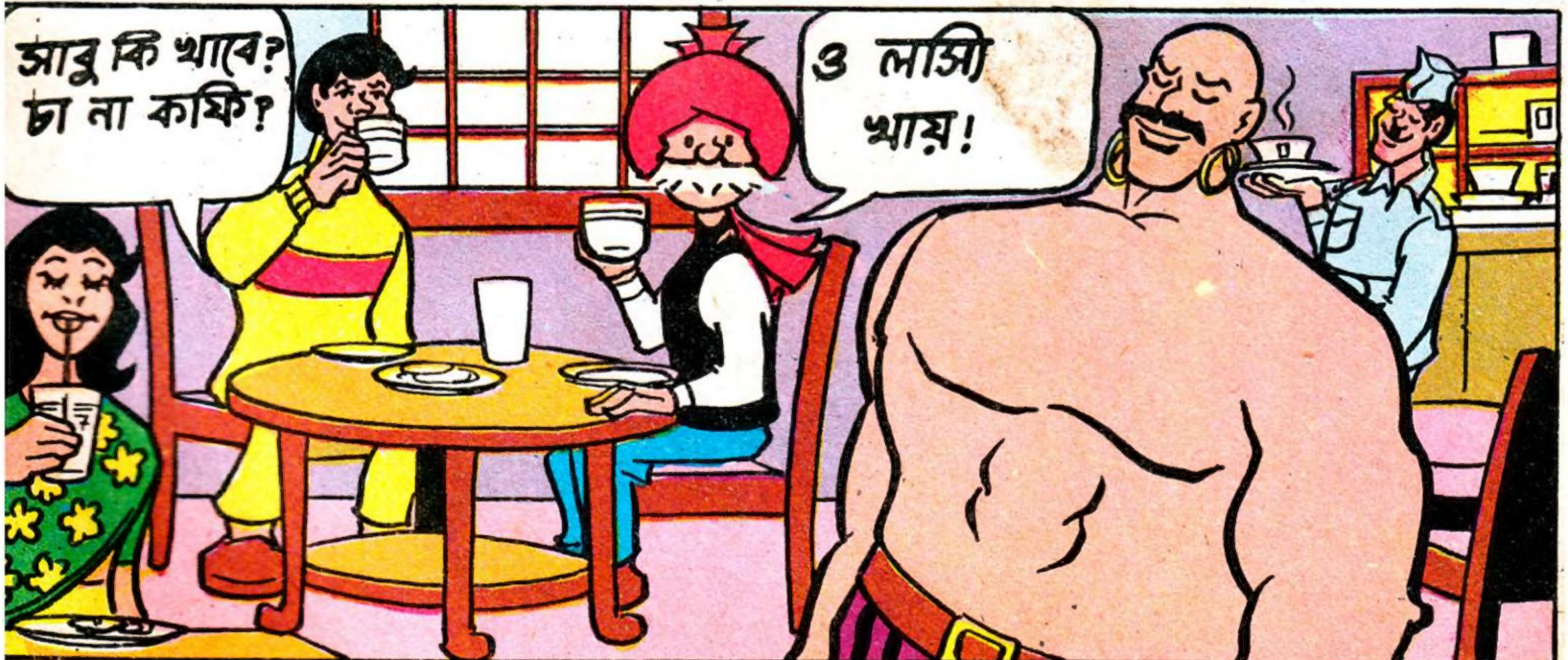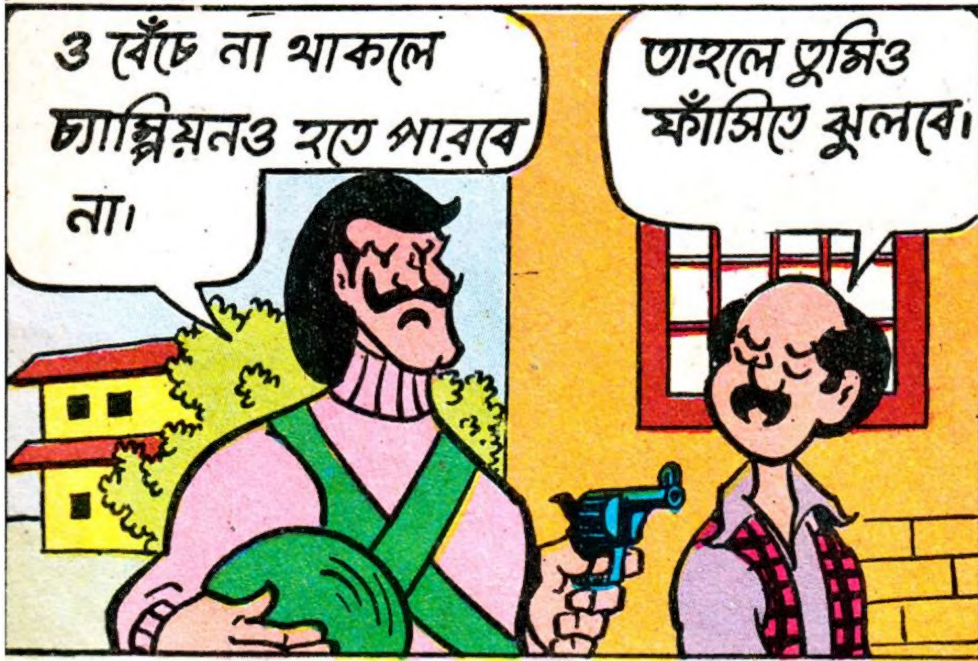
যতক্ষণ জ্যাকি ক্যান্টীনে রয়েছে, আমি ওর প্যারা-শুটে একটু অদল-বদল করে দিই!

চাচাজী! চলুন, যাই! কম্পিটিশনের সময় হয়ে গেছে!
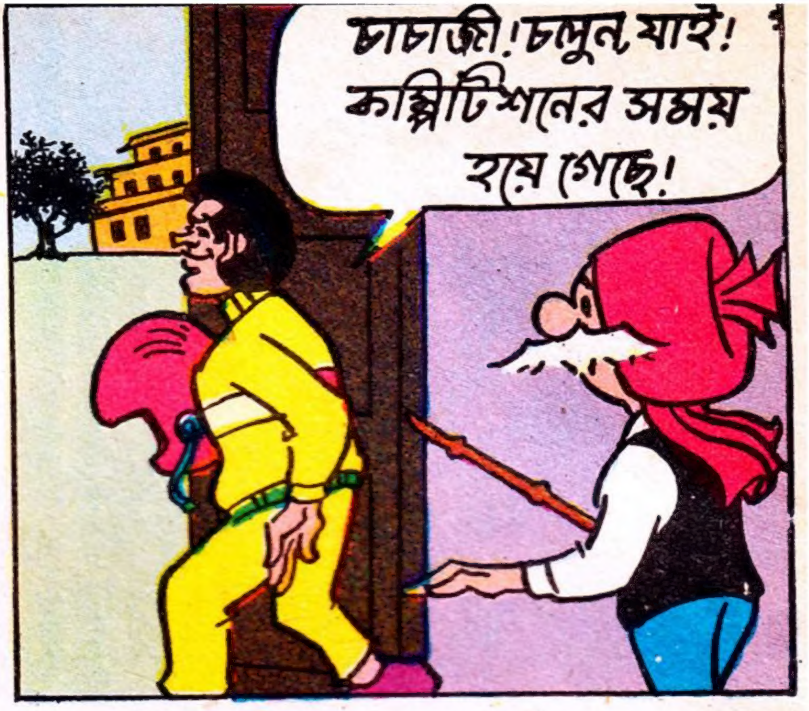
ডুংগা! জ্যাকি! প্লেনে উঠে বোস! আমি আশা করি, তোমরা দুজনেই কম্পিটিশনের সব নিয়ম-কানুন ভাল করেই জান!

প্লেন দু জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে উড়ে চলেছে। যে প্যারাশুট ছাড়া বেশী সময় শূন্যে থাকতে পারবে, সেই চ্যাম্পিয়ন হবে।

আরও ওপরে উঠতে হবে।

ডুংগা! জ্যাকি! লাফাবার জন্য তৈরী হও!

জাম্প!
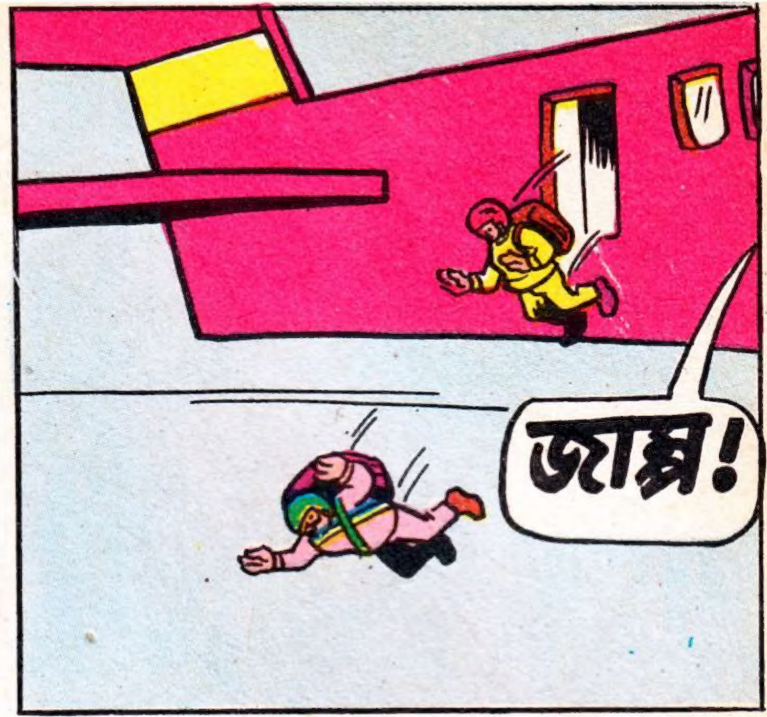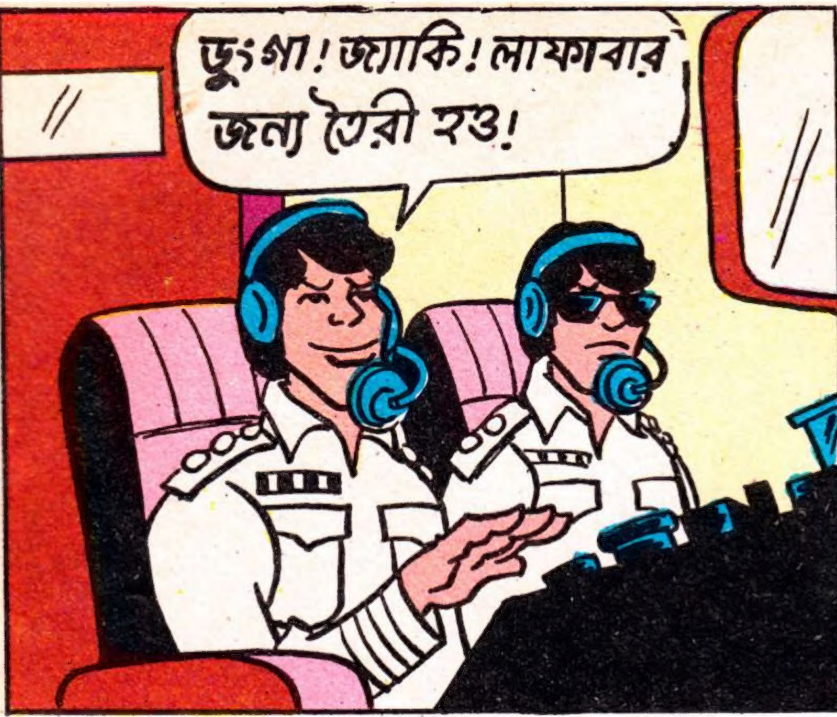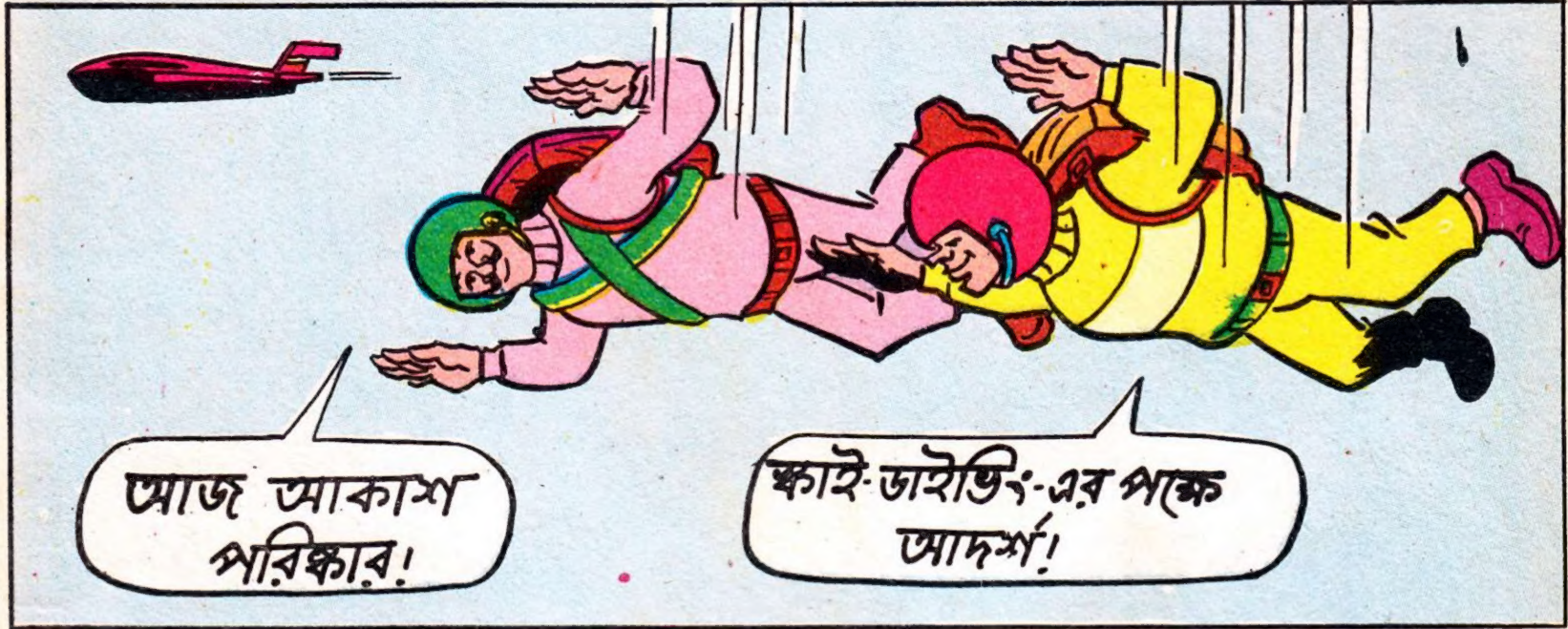
আজ আকাশ পরিষ্কার!
স্কাই-ডাইভিং-এর পক্ষে আদর্শ!
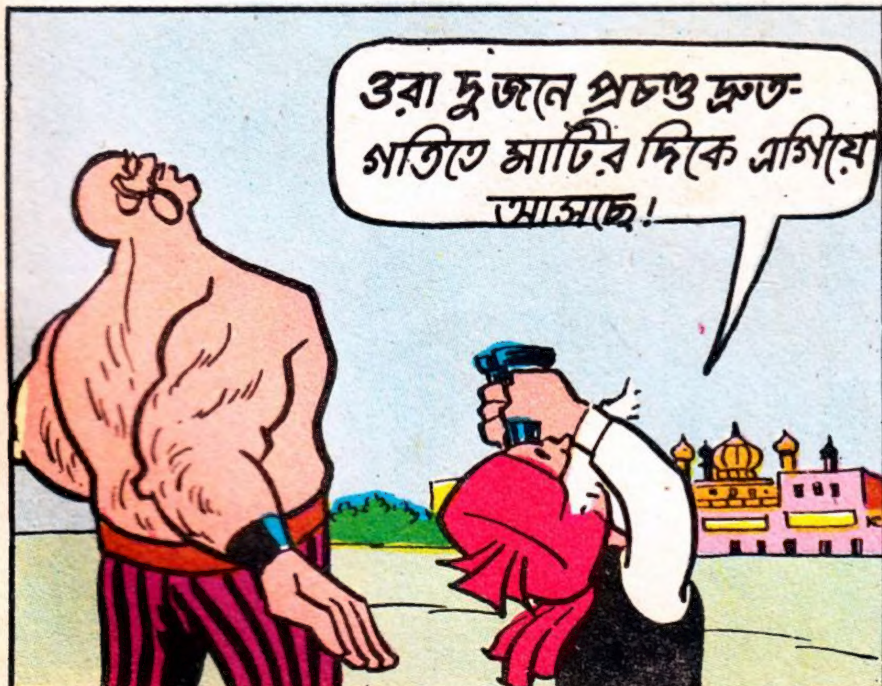
ওরা দুজনে প্রচণ্ড দ্রুত-গতিতে মাটির দিকে এগিয়ে আসছে!

প্রতিটা সেকেণ্ড হল গুরুত্বপূর্ন!

জ্যাকি! নিজের প্রাণ নিয়ে কেন খেলা করছ?
ডুংগা! বেঁচে থাকতে হলে মাথা উঁচু করে বাঁচা উচিত!

ওহো হ! আমি প্যারাশুট খুলেতে এক সেকেণ্ড দেরী করলে মাটিতে পড়ে আমার হাড়-গোড় সব পাউডার হয়ে যাবে।

আমি প্যারাশুট খুলে নিয়েছি।
আমারও এবার প্যারাশুট খোলা উচিত!

ওহোহ! আমার প্যারাশুট খুলছে না! আমি মাটিতে পড়ে মারা যাব।

?!

হু-হুবা!

আমি ওকে ধরে ফেলেছি!

পাগল স্যাণ্ডো
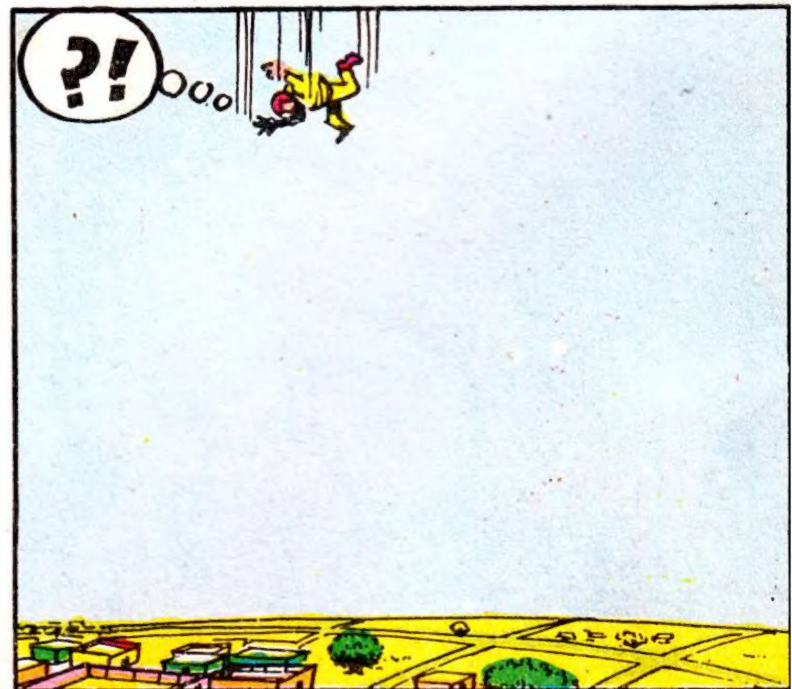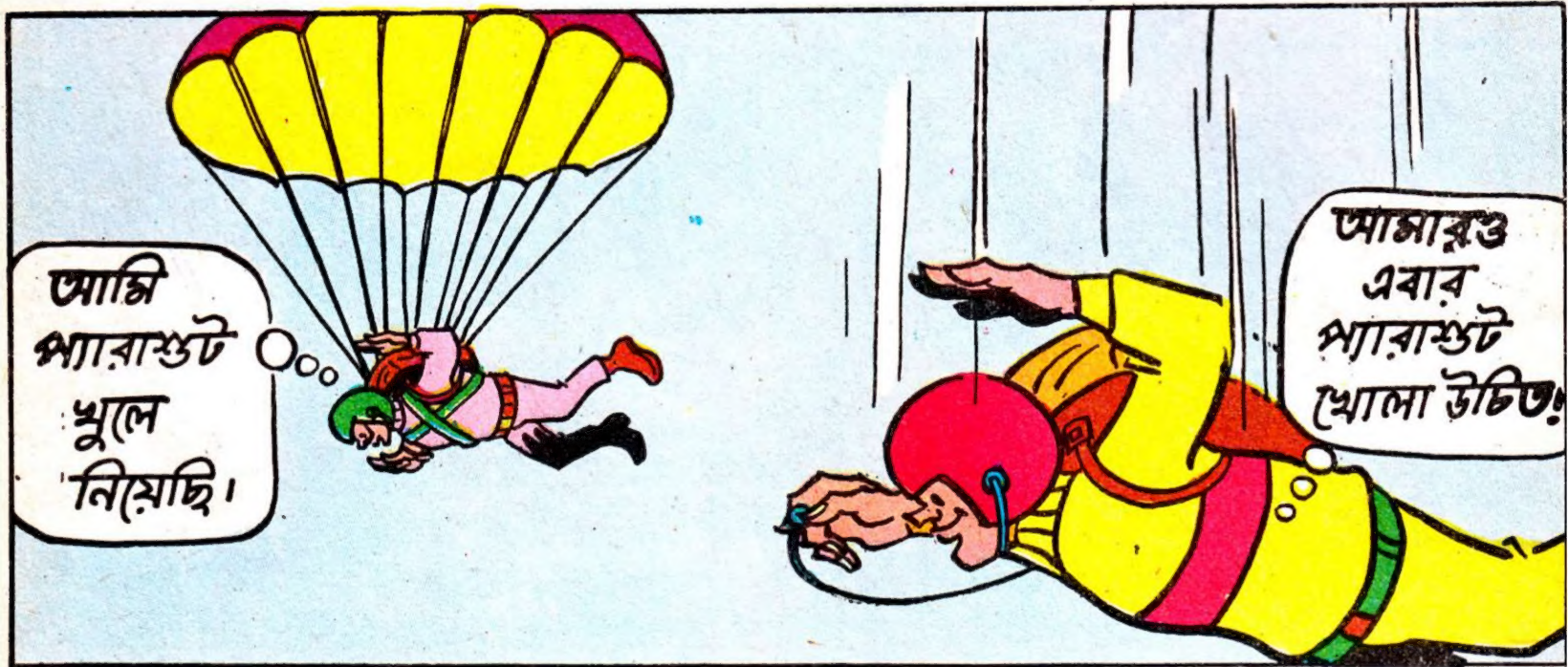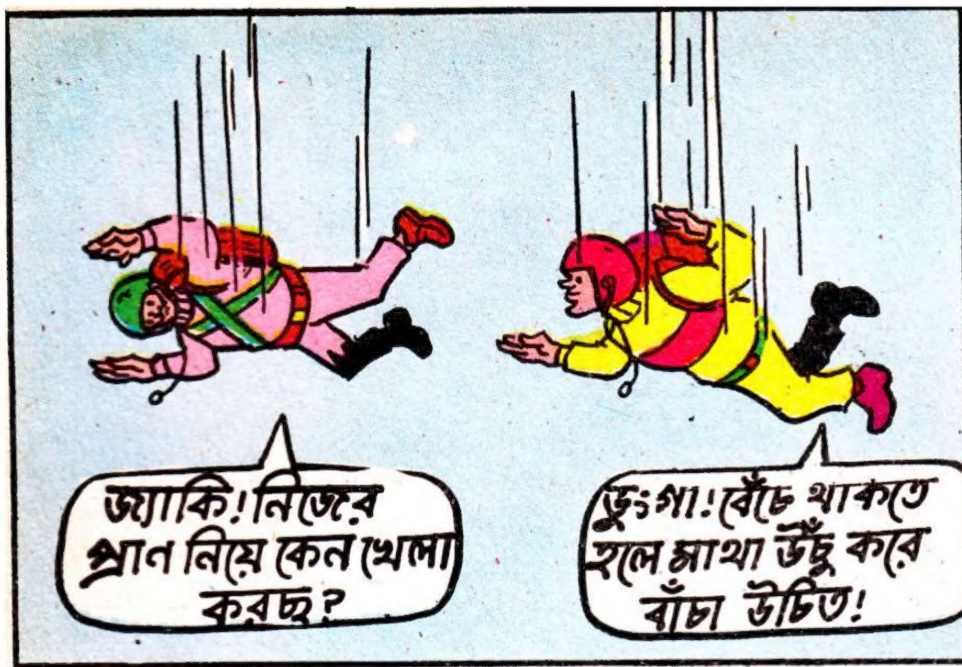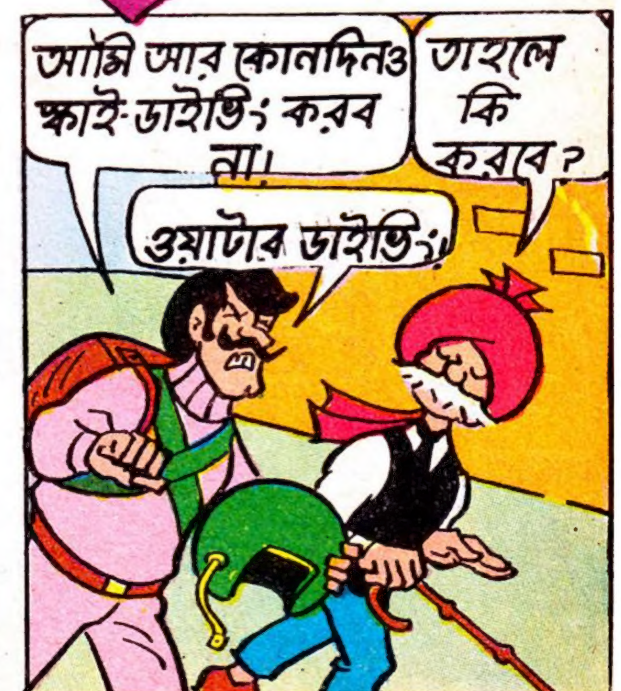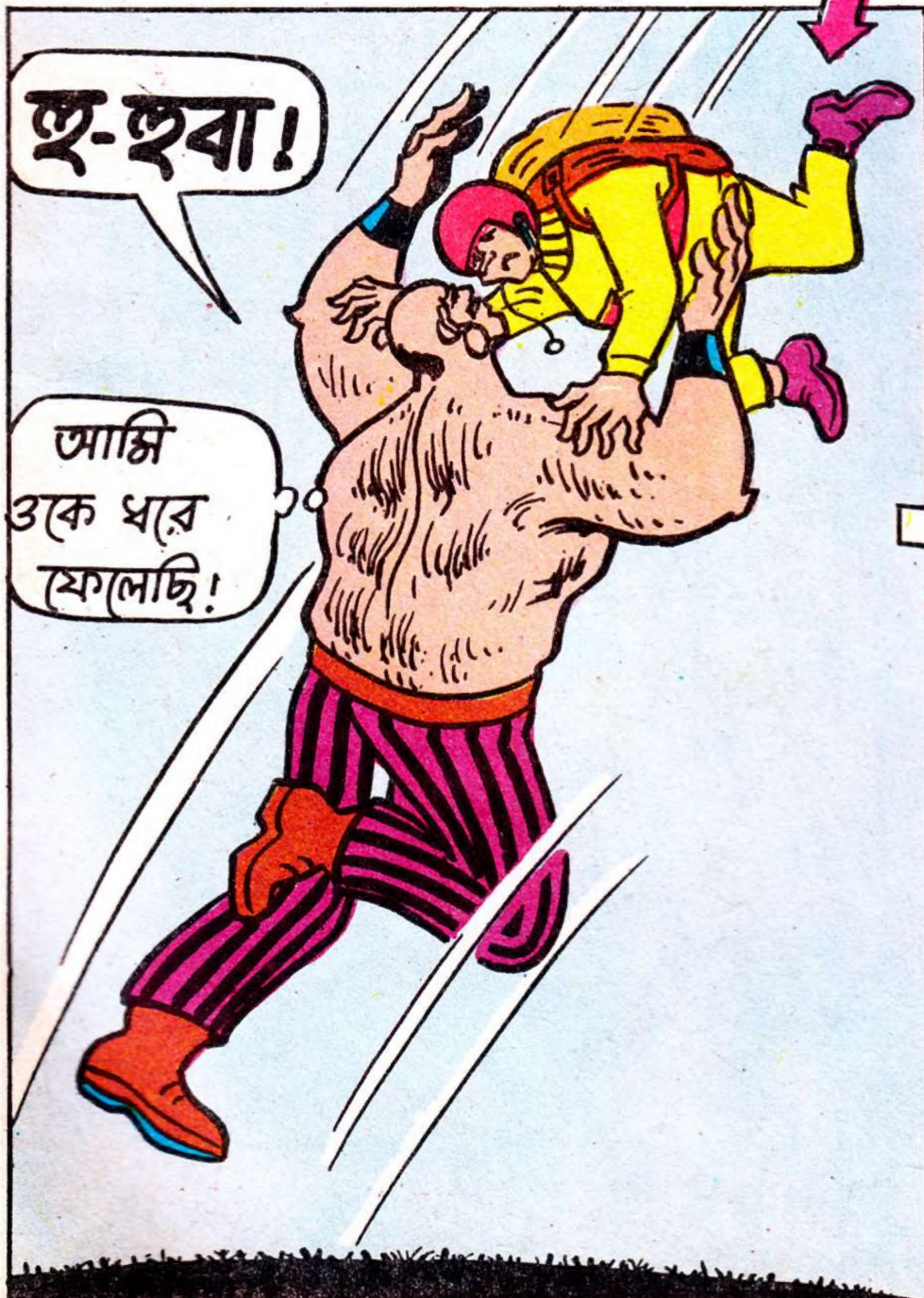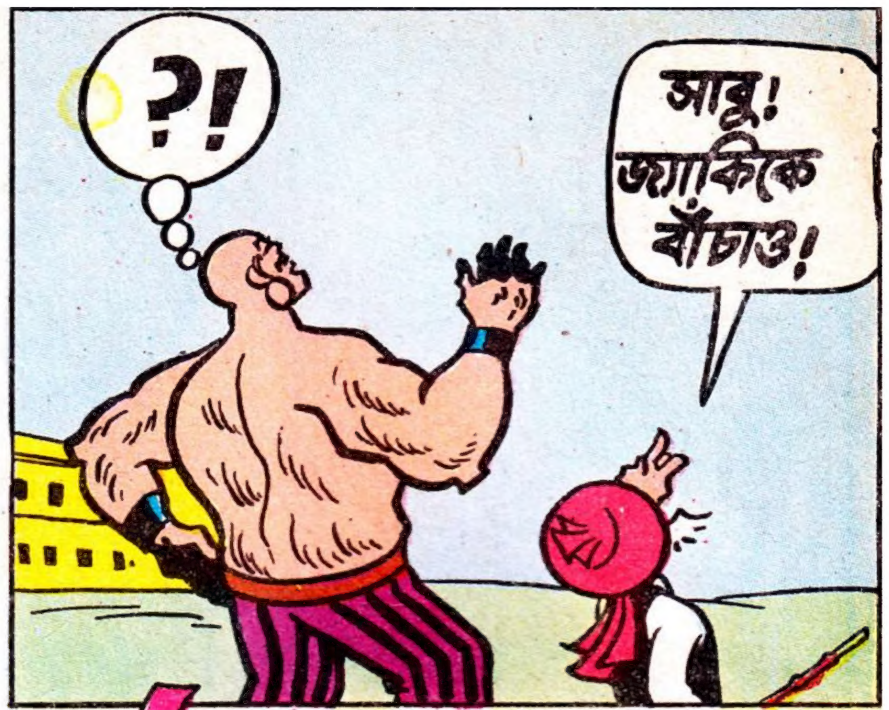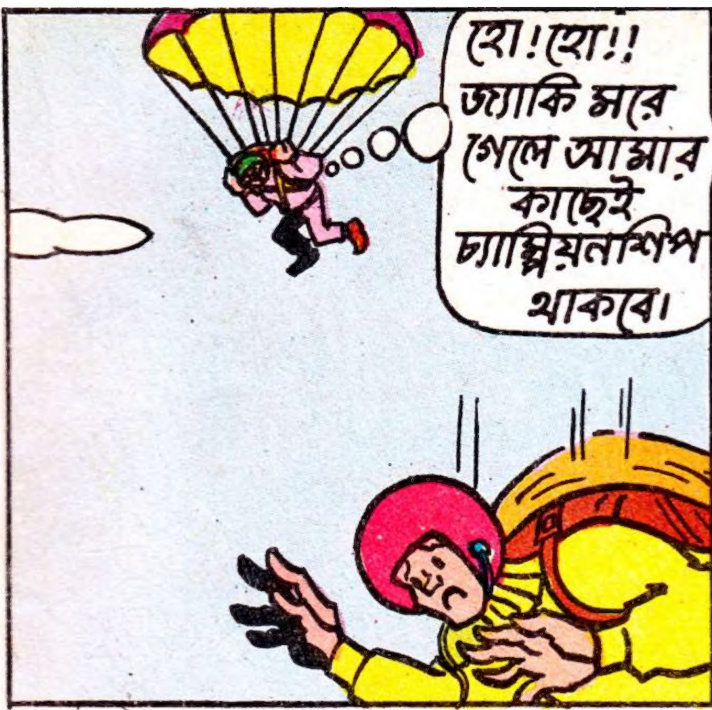
মিস্ মুনমুন! তুমি সর্বদা আমার স্বপ্নে আস।

তোমাকে আমিও খু-উ-ব ভালবাসি, স্যাণ্ডো!
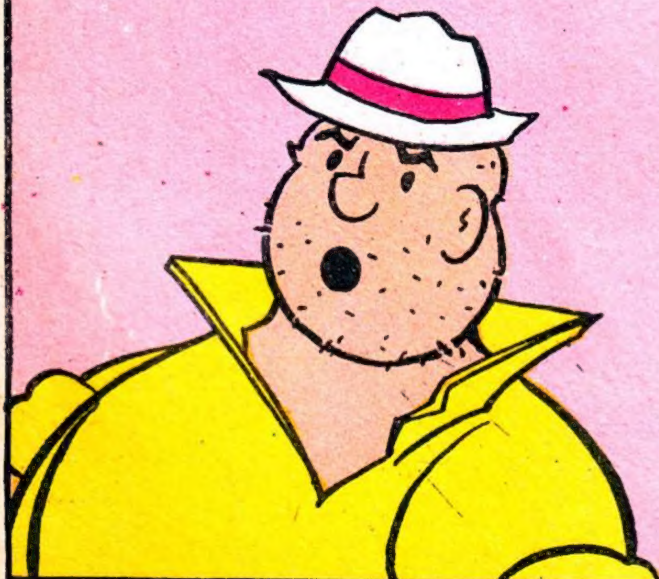
আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই!
কিন্তু আমি তোমার প্রতি একটুও আগ্রহী নই!
CHI

কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বলেছিলে যে, তুমি আমাকে ভালবাস!
ওটা ফিল্মের ডায়ালোগ ছিলে!

ব্যাংক
তুমি ভাল কথায় না মানলে আমি তোমাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করব!
ELECTRONICS
বাঁচাও!

এ্যাই, দাঁড়াও!
আমি মিস্ মুনমুনের প্রতি নিজের প্রেম প্রকাশ করছিলাম!

এই ফুলটা নিজে শুঁকে ওকে দাও! এটাই হচ্ছে প্রেম প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি!
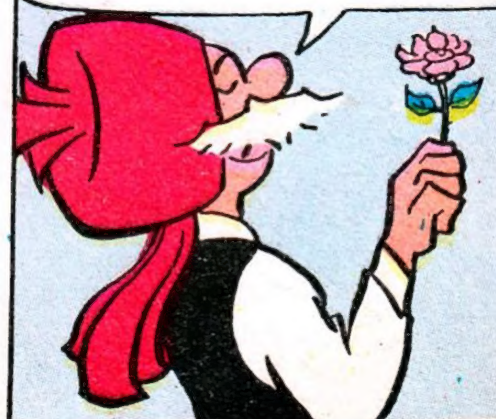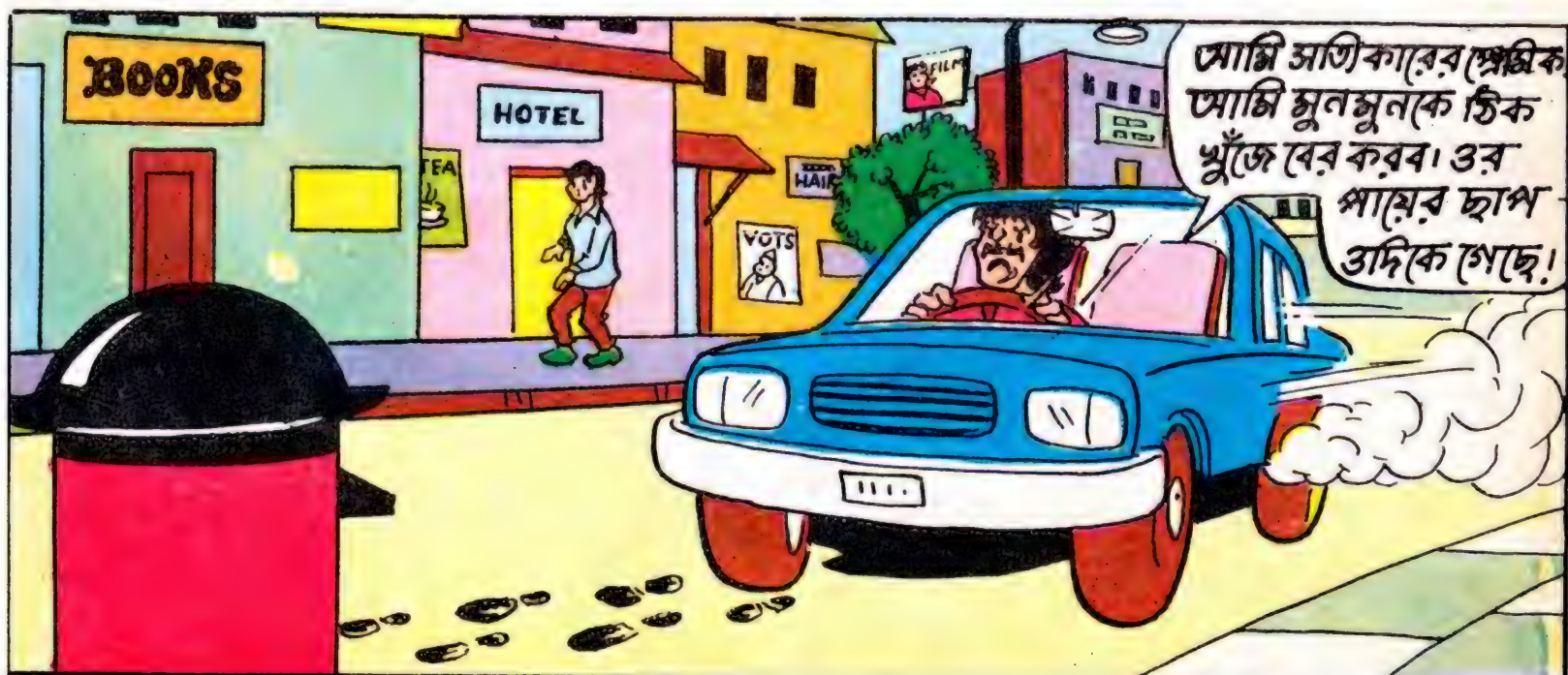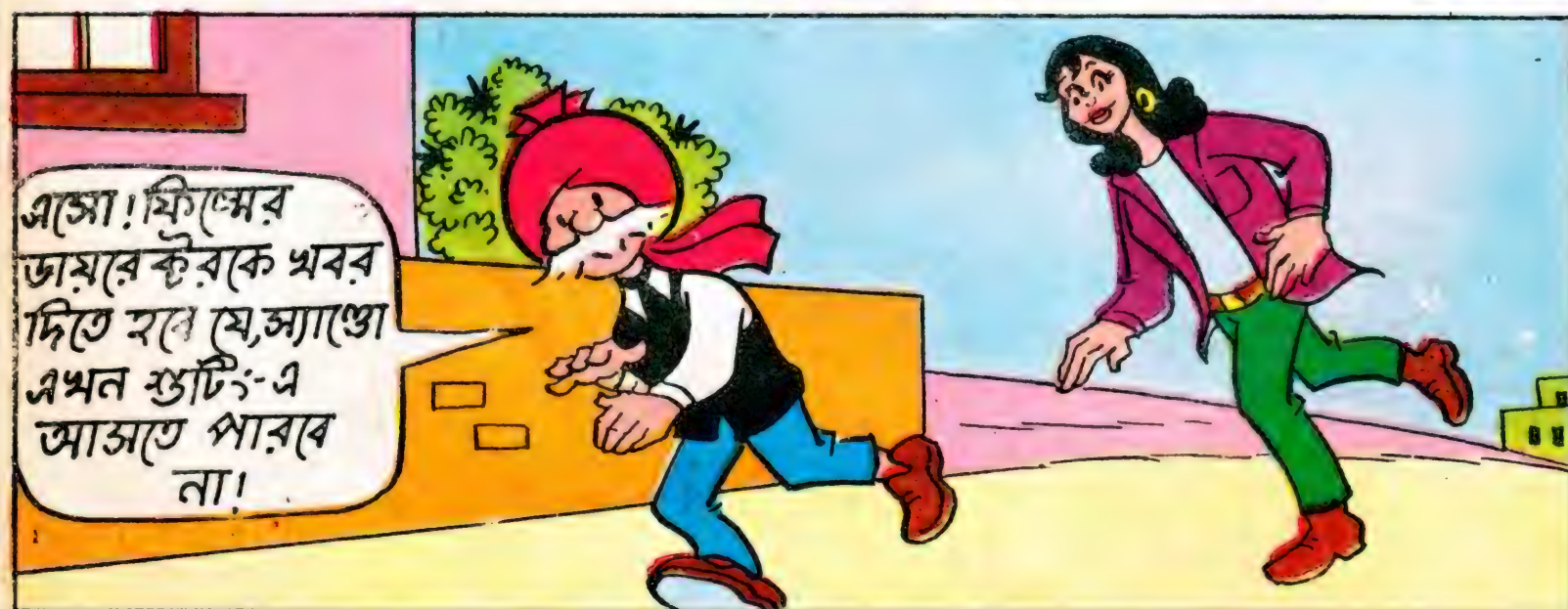
তুমি ঠিকই বলেছ! ঠিক আছে, আমি এটাকে শুঁকছি!

ছপ্, ক্!
ওহো!

মিস্ মুনমুন, পালাও!

ঐ বাড়ীটায় ঢুকে পড়!

কিন্তু এই বাড়ীটার দরজা নেই!
আমি দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি!

এই দরজাটাকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি!

একটা বোর্ড লেখা উচিত!

টানুন
এটা দরজায় লাগিয়ে দিই!

ওদিকে_
ওরা আমাকে বোকা বানিয়ে পালাল!

BOOKS
HOTEL
TEA
HAIR
VOTS
আমি সতিকারের প্রেমিক। আমি মুনমুনকে ঠিক খুঁজে বের করব। ওর পায়ের ছাপ ওদিকে গেছে!

ঐ যে ও!
আমি দরজা খুলে ভেতরে আসব আর তোমাকে তুলে নিয়ে যাব!

টানুন
সর্বশক্তি দিয়ে টানা উচিত!

ওহো হ!

বাঁচাও!
ধড়াক্!

এসো! ফিল্মের ডায়রেক্টরকে খবর দিতে হবে যে, স্যাণ্ডো এখন শুটিং-এ আসতে পারবে না!

বিচ্ছে-বাবা

বাণ্ডিলে বাবার জয়!

প্রলয়ের সময় এসে গেছে। এবার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে পড়বে।

আমি শয়তানের শিষ্য বিচ্ছে বাবার কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা দেবার জন্য প্রার্থনা করব। তার জন্য তোমাকে দক্ষিণা দিতে হবে।
বাবা! এই মুহূর্তে আমার পকেটে দু হাজার টাকা আছে...সেটাই দিয়ে দিচ্ছি।
যাও! তুমি একশো বছর বাঁচবে
বিচ্ছে বাবার জয় হোক!
এ্যাই মেয়ে! তোমাকে যে আজ বড় খুশী-খুশী দেখাচ্ছে!
বাণ্ডিল বাবা! আজ আমি সোনা আর রুপোর এই সব গয়না কিনেছি! দেখুন... এসব আমার শরীরে কত ভাল লাগছে!
ব্যাংক
অলংকার

যে মাহলাকে মরতে হবে, তার এত দামী অলংকার পরে কি লাভ?
তার মানে?

দেখ! শয়তানের শিষ্য বিছে-বাবা উড়ে বেড়াচ্ছে ও গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে এসেছে। তোমার কাছে কি অলংকার প্রাণের চেয়েও প্রিয়?

না! আমাকে বাঁচান! আমি নিজের সব গয়না দিয়ে দিচ্ছি!

শহরবাসীরা! ওপরে দেখ! তোমাদের মাথার ওপরে মৃত্যু উড়ে বেড়াচ্ছে!
ওহো হ! আগে কখনো তো বিছেকে উড়তে দেখিনি!

দাঁড়াও, বন্ধুরা! ভয় পেও না! আমি এসবের মধ্যে ধোঁকা দেখতে পাচ্ছি!
মূর্খ! এর শাস্তি তুমি পাবে!
শয়তান! একে শেষ করে দাও!

র‍্যাট্ টট্!
ওহো হ হ!

তোমরা যদি বিছে-ট্যাক্স না দাও, তো তোমাদেরও এই মূর্খ যুবকের মত অবস্থা হবে!

এই পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আমার আর আমার পরিবারের প্রান ভিক্ষা দিন!

বাবা! আমি আমার সব গয়না আপনার চরণে রেখে দিচ্ছি!

বাণ্ডিল বাবা! আমার কাছে টাকা-পয়সা বা গয়না-গাঁটি কিছু নেই। আমি আমার জমির রেজিস্ট্রী পেপার আপনাকে দিচ্ছি!

একটু দূরে–
চাচাজী! আমরা কোথায় যাচ্ছি?
সাবু! মঙ্গলে দাস আমার থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল! ওটাই আনতে যাচ্ছি!
ORE

নাও! ওকে রাস্তাতেই পেয়ে গেছি!

মঙ্গলে দাস! তুমি কি এই টাকা আমাকে দিতে যাচ্ছিলে?
না, চৌধুরী!

এই টাকাটা আমি আপনাকে দেবার জন্যই রেখেছিলাম! কিন্তু এখন এটা আমাকে নরকের বিছে-বাবাকে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

ও নরকের নয়.... এই পৃথিবীরই জিনিষ!
লাল পাগড়ীওয়ালাকে নরকে পৌঁছিয়ে দাও!

এই পাথরটা কামানের গোলার মত কাজ করবে!

ধড়াকক্!

ধড়াম!

ঐ জিনিষটা মাটিতে এসে পড়েছে!

ওটার ভেতর থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এসেছে!
ও হচ্ছে ওটার পায়লট! বিচ্ছে-বাবার পেছন দিকে চল। সব রহস্যের সমাধান হয়ে পড়বে!

প্ল্যাসটিকের তৈরী বিচ্ছের সঙ্গে প্লেন ফিক্স করা আছে। প্লেন উড়লে তার সঙ্গে বিচ্ছেও ওড়ে!

"মাটিতে দাঁড়ানো লোকেরা প্লেন দেখতে পারে না। ওরা মনে করে, বিচ্ছেই উড়ছে! বাণ্ডিল বাবার ইশারায় প্লেনে বসে থাকা পায়লট লোকেদের মারার জন্য গুলি চালায়!"*
* চাচা চৌধুরীর মগজ কম্প্যুটারের চেয়েও প্রখর!

ধোঁকাবাজ!
মার ওকে!

?!
দাঁড়াও! আইন ওকে শাস্তি দেবে!

নির্মম গোরন

আরে ভাই! তুমি হাঁফিয়ে উঠেছ! তোমার কষ্ট হচ্ছে!

না! গোরন জানতে পারলে ও আমার চামড়া তুলে দেবে!

এই গোরনটা কে?

আমার মনিব! ও বড়ই নিষ্ঠুর! তোমরা যাও, নয়তো তোমরাও বিপদে পড়বে!

তোমরা আমার জন্য চিন্তা কোর না। আমার ভাগ্যে এটাই লেখা আছে!
তোমার নামটা কি?
হাবু!
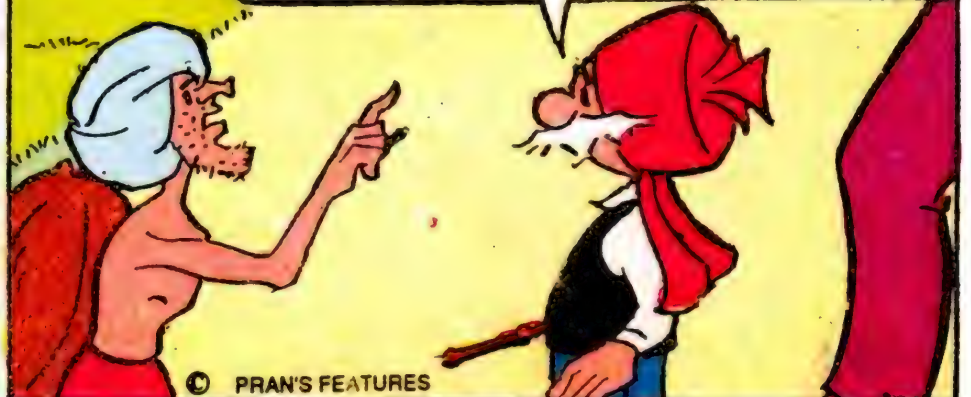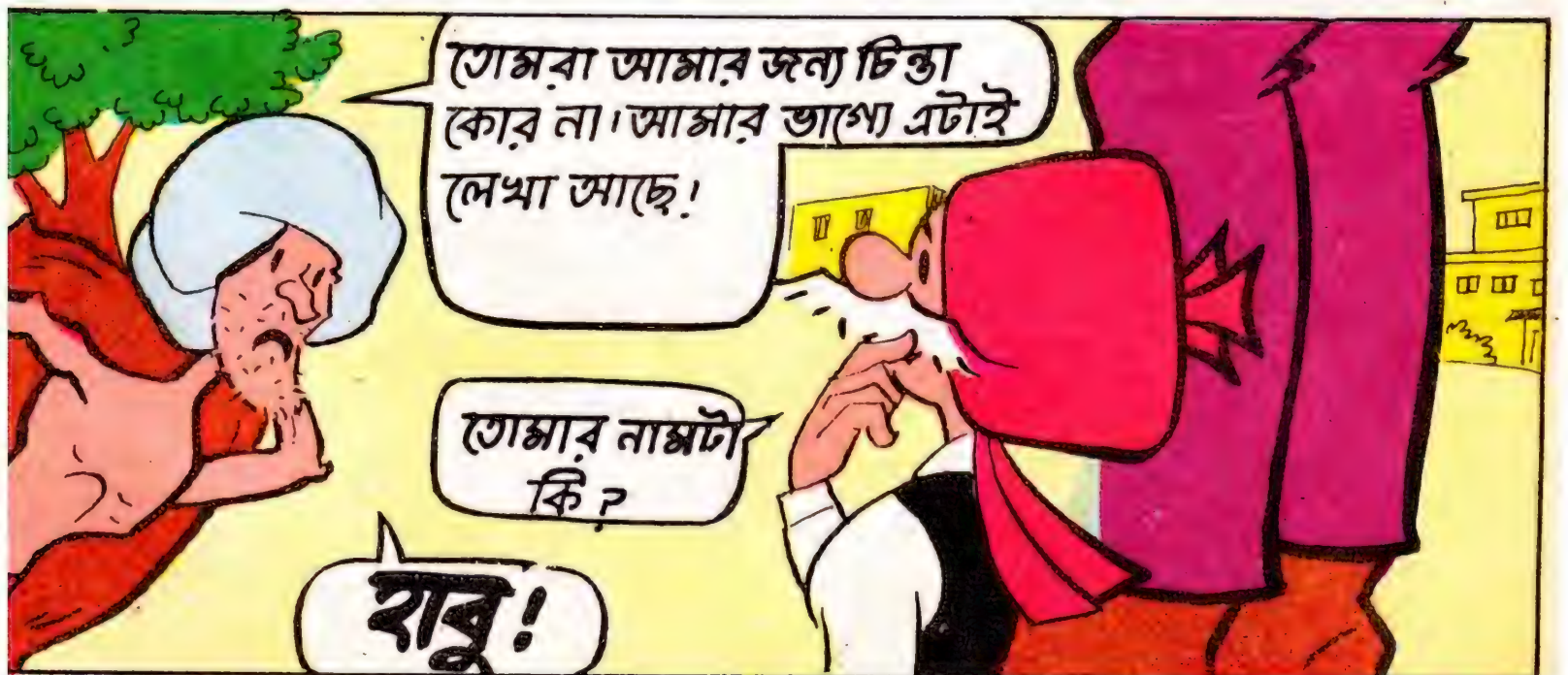
গোরন আমার পায়ে শেকল বেঁধে দিয়েছে, যাতে আমি পালাতে না পারি!

তুমি বোস... আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি!
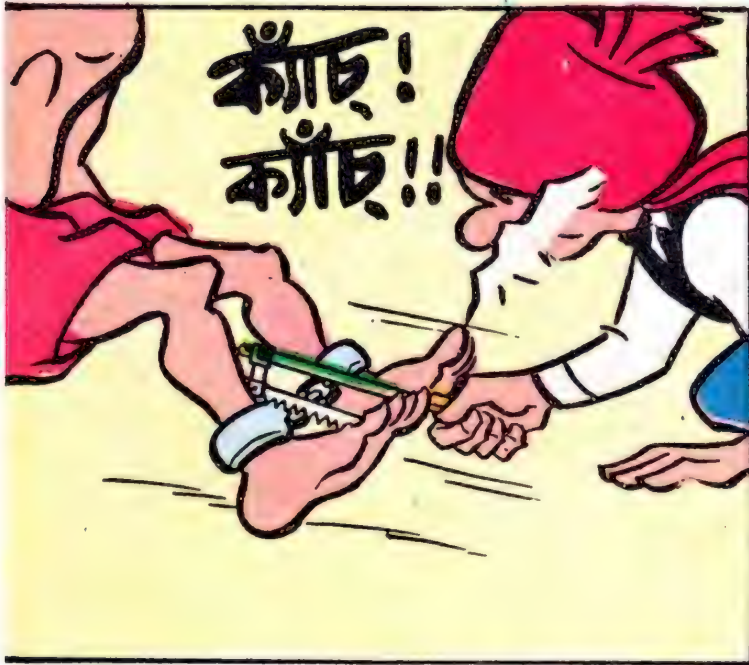
ক্যাঁচ্! ক্যাঁচ্!!

তোমার পায়ের শেকলে আমি কেটে দিয়েছি। এবার তুমি মুক্ত!

হাবু! তুমি কাজ করা কেন বন্ধ করে দিয়েছ?
গোরন এসে গেছে! আমাকে বাঁচাও!

হাবু! তুমি কি কাজে ফাঁকি দেবার শাস্তি জান না?
আমাকে মাফ করে দাও!

কাউকে দিয়ে ২৪ ঘন্টা কাজ করানো অনৈতিক।

ও হচ্ছে আমার গোলাম!
দাস প্রথা শেষ হয়ে গেছে!

ওহো! তাহলে তুমিই ওকে মুক্ত করে দিয়েছ?

হ্যাঁ, গোলামীর দিন শেষ হয়ে গেছে!

তোমার এত বড় সাহস?

সটাক্!

ছুঁচো! তুমি চাচাজীকে চাবুক মারলে?
এবার তোর পালা!
দাঁড়াও!

সরে যাও!

আমি এরকম অনেককে সোজা করেছি।

সটাক্!
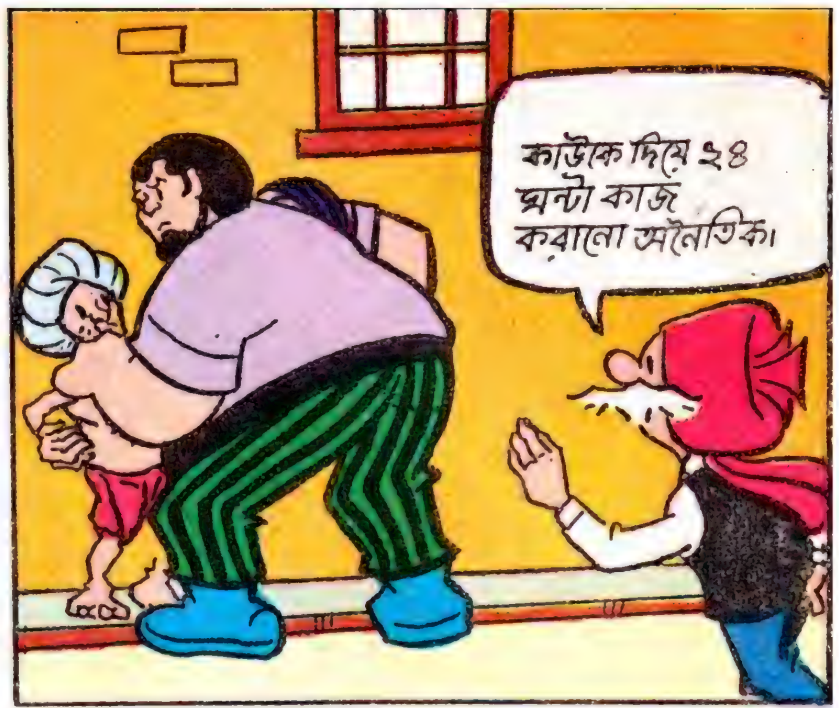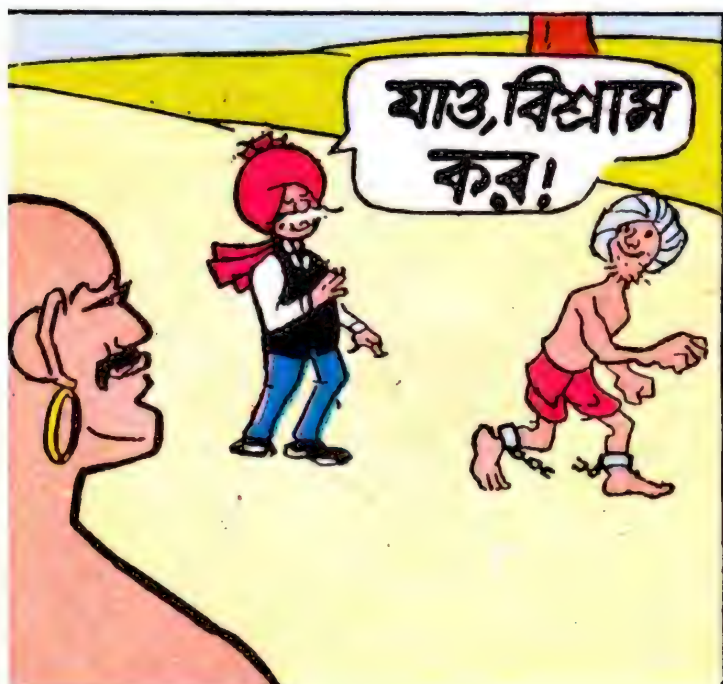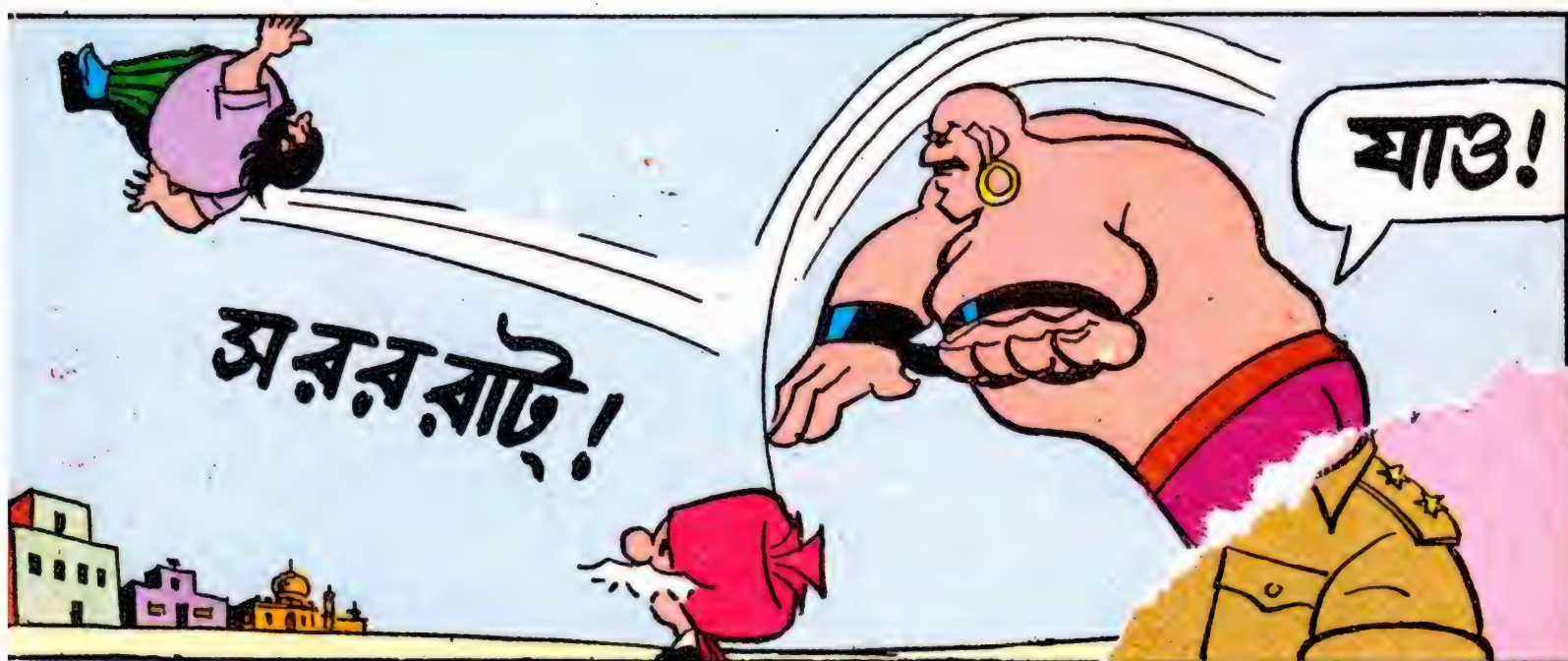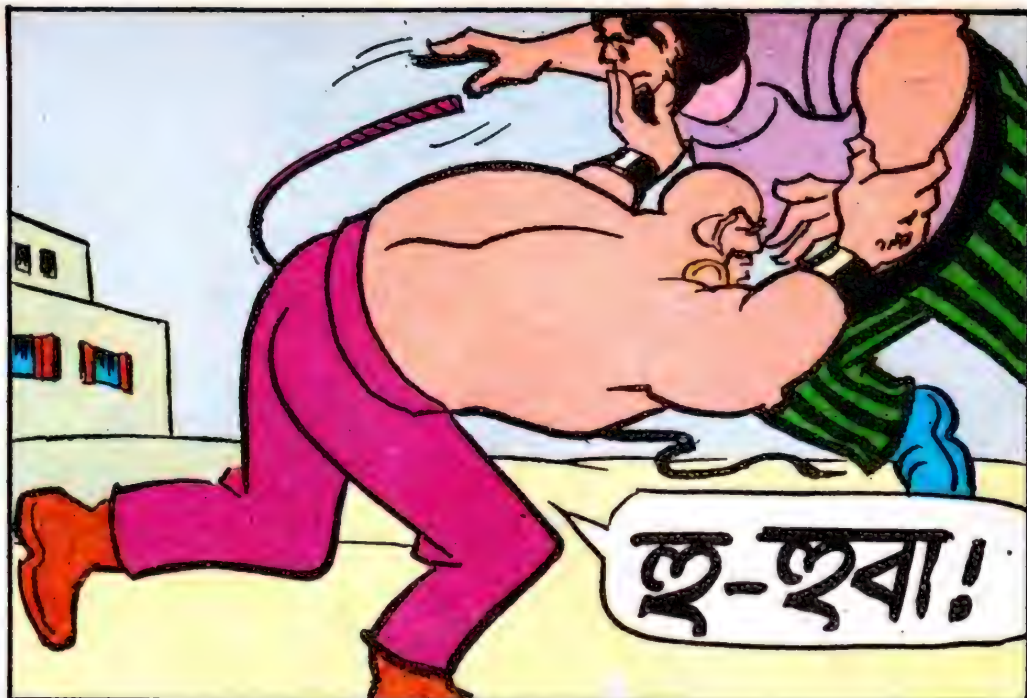
Sorry, NO Content!

বুলেট প্রুফ গাড়ী

ক্যাশ

এই ব্যাগটা কারেন্সী নোটে ভর্তি করে দাও! একদম চেঁচাবে না--- চেঁচালেই---

Sorry NO Content

ধর! ও ব্যাংক লুটে পালাচ্ছে!
ব্যাংক

অপরাধ
পুলিশ স্টেশন
ট্রিন ন ন!

ইন্সপেক্টর! ব্যাংকে ডাকাত পড়েছে!
চিন্তা কোর না! ওরা ঠিক ধরা পড়বে!

পুলিশ স্টেশনের সব ফোর্স ভি.আই.পি.-র সিকিউরিটির জন্য চলে গেছে! ব্যাংক ডাকাত-দের কে ধরবে?

হ্যালো, চাচা চৌধুরী!
অপরাধ
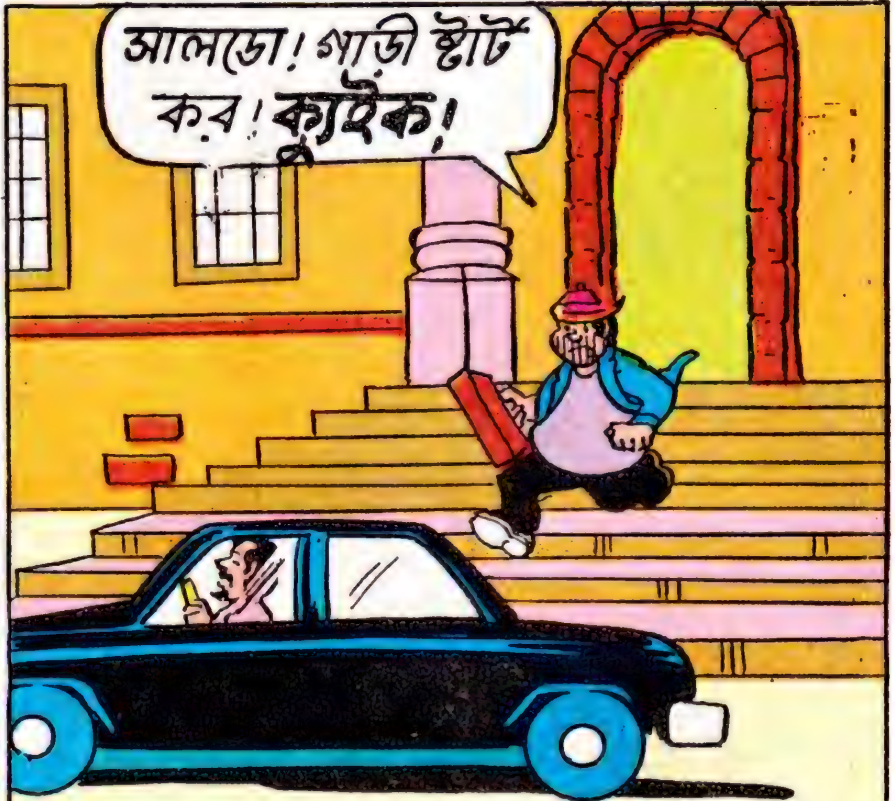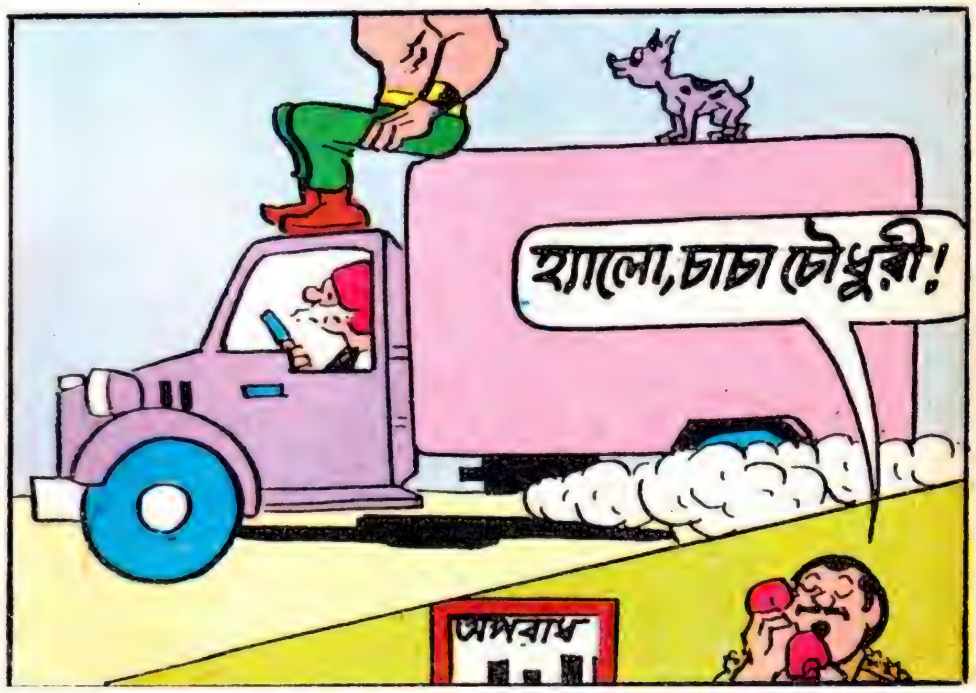
ব্যাংক লুটে ডাকাতরা পালিয়েছে। আমার কাছে ফোর্সের অভাব রয়েছে!

চিন্তার কিছু নেই, ইন্সপেক্টর! অপরাধীদের ধরিয়ে দেওয়া প্রতিটি নাগরিকেরই কর্তব্য।

ওদিকে—
পট্টো! এবার আর তুমি কোন ভুল করনি!
ব্যাংকের সব টাকাই ব্যাগে ভরে এনেছি!

সালডো! গাড়ী কেন থামালে?
সামনে দেখ!
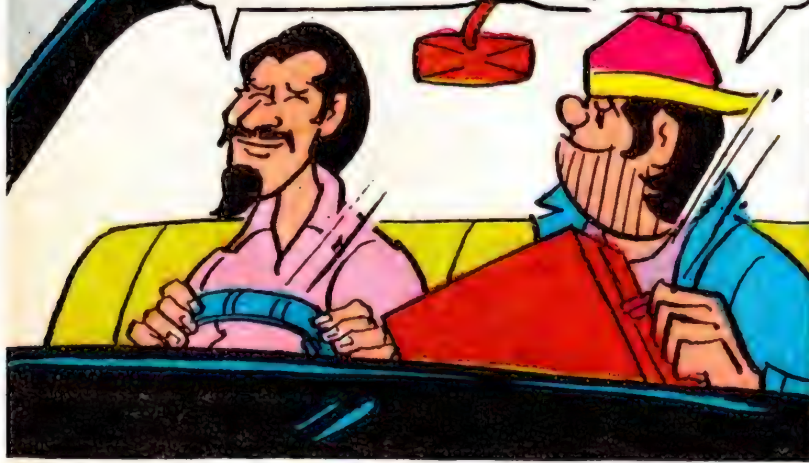
ঐ বাঁটকুল রাস্তা আটকে রেখেছে!
ওর মুখটা যেন চেনা-চেনা লাগছে!
ও হচ্ছে চাচা চৌধুরী! এ্যাটম বোমার চেয়েও বিপজ্জনক!

চৌধুরী! ফোন কানে লাগাও আর ভাল চাইলে আমাদের যেতে দাও!

তোমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে যে, তোমরা ব্যাংক লুটে পালোচ্ছ। গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসো আর নিজেদেরকে আইনের হাতে তুলে দাও!

তুমি আমাদের কিছুই করতে পারবে না। কারণ, আমাদের গাড়ীর কাঁচ বুলেট-প্রুফ! হো! হো!!

গর রর!
সালভো! গাড়ী রিভার্স গীয়ারে নাও! আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে পালাব!

ওহোহ! গাড়ী ঐ লম্বুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে!
ধড়াক!

আররর! কি করছ?

হু-হবা!
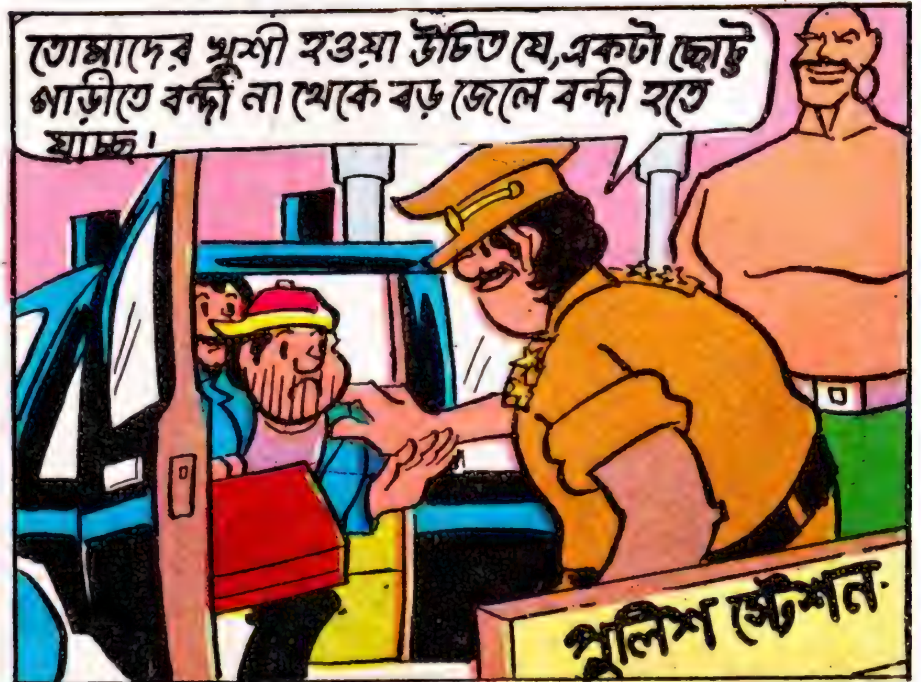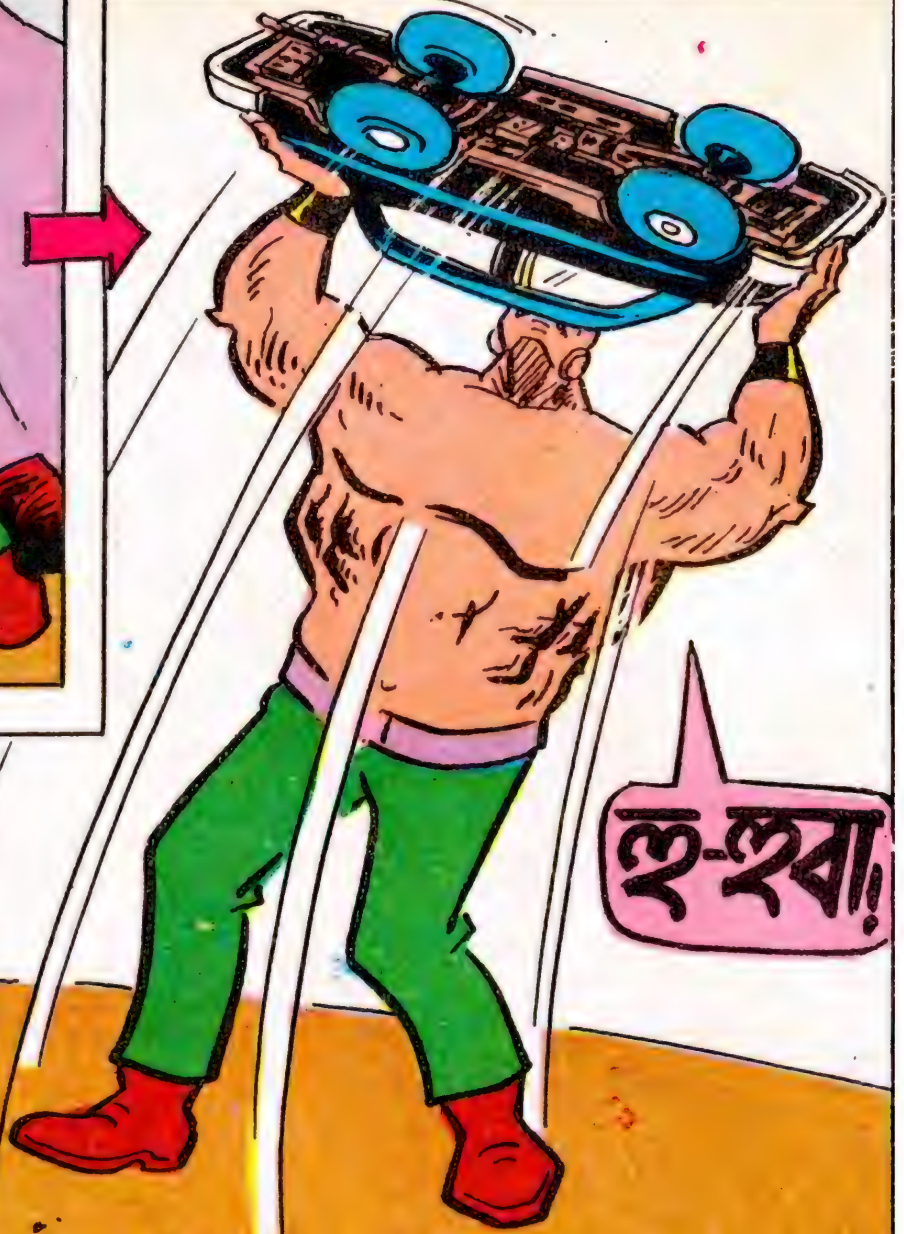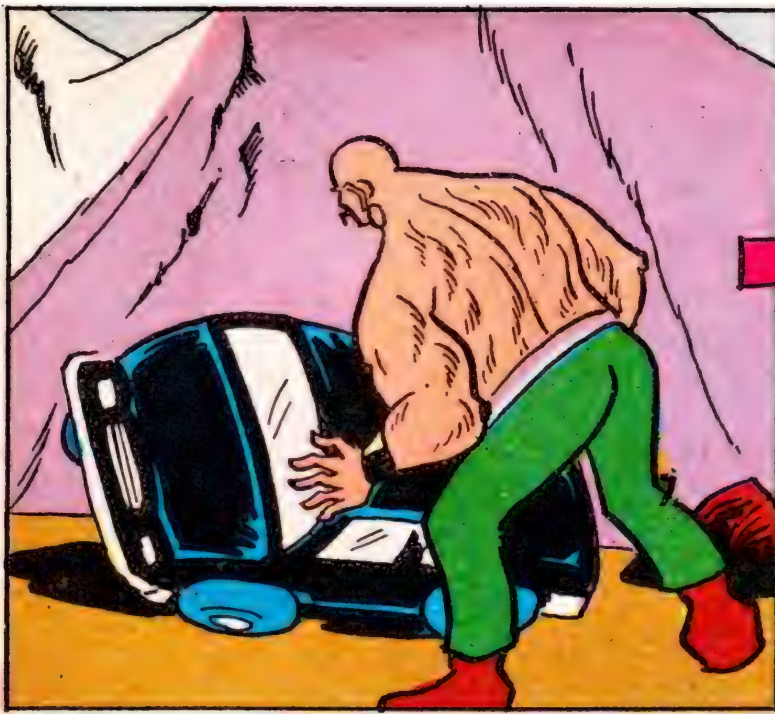
বিস্ফোরন

তুমি এই গর্ত কেন খুঁড়ছ, নং ৭!?

নং ১০! এই দেশে আমাদের দাঙ্গা-ফ্যাসাদ আর মারকাট করার জন্য পাঠানো হয়েছে!

এবার এই দেশ জুড়ে আতংক ছড়িয়ে পড়বে!
বাহহ!

ঐ কুকুরটা আমাদের বোমা বের করে নিয়ে যাচ্ছে।
ধর ওকে! ও আমাদের সব প্ল্যান চৌপাট করে দেবে!

ছোট! ঐ কুকুরটা যেন পালাতে না পারে!

ওদিকে
হোটেল গরম-মশলার ম্যানেজার তোমাকে হোটেল উদ্বোধন করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে!
ওর উচিত ছিল হোটেল উদ্বোধন করার জন্য কোন পালোয়ানকে ডাকা!

পালোয়ান ওর হোটেলের সব খাবার খেয়ে ফেলেত আর পয়সা চাইবার সাহস ম্যানেজারের হত না!

তখনই—
দেখ, রকেট মুখে করে কি নিয়ে এসেছে!

আরে! ওটা তো বোমা!

বোম ডিস্‌পোজাল স্কোয়াড ডাকতে হবে।
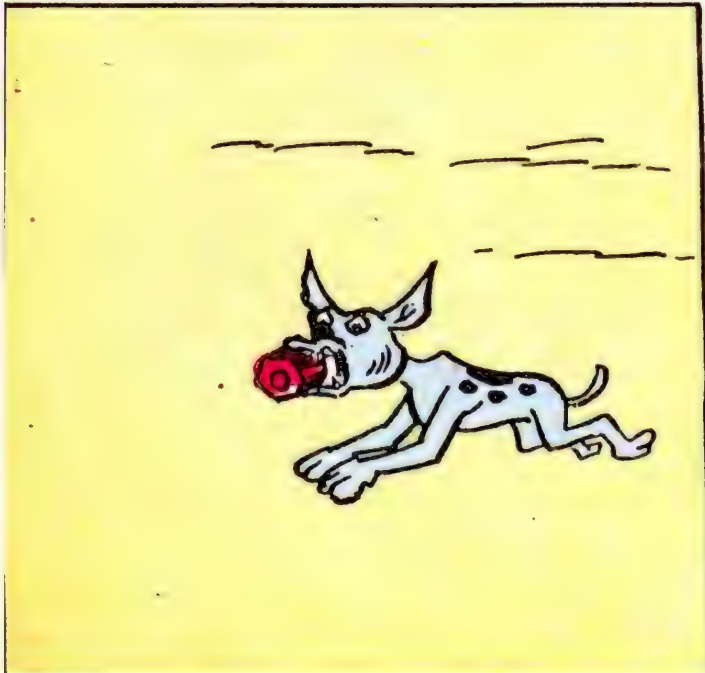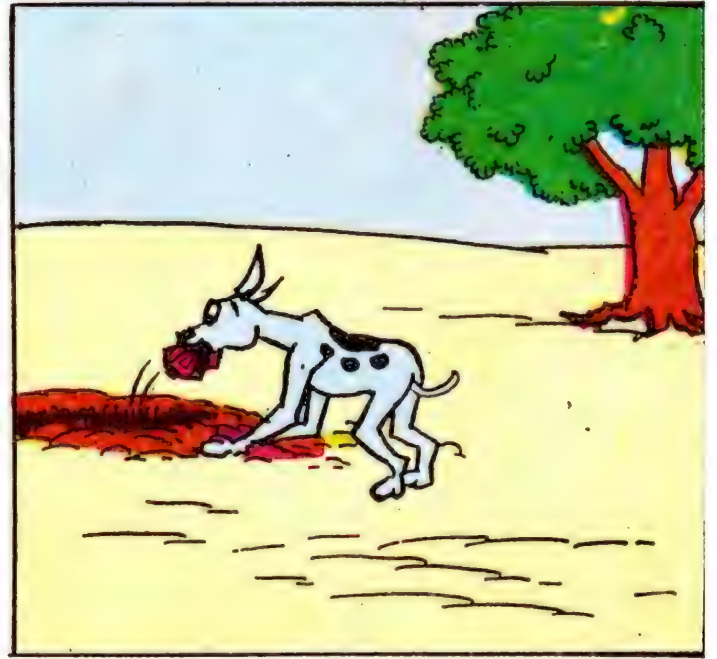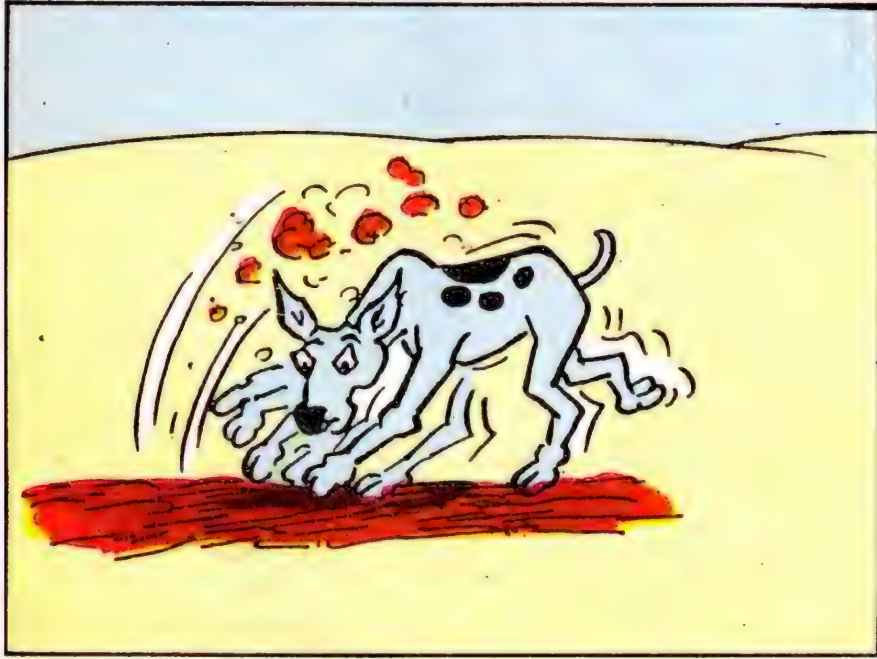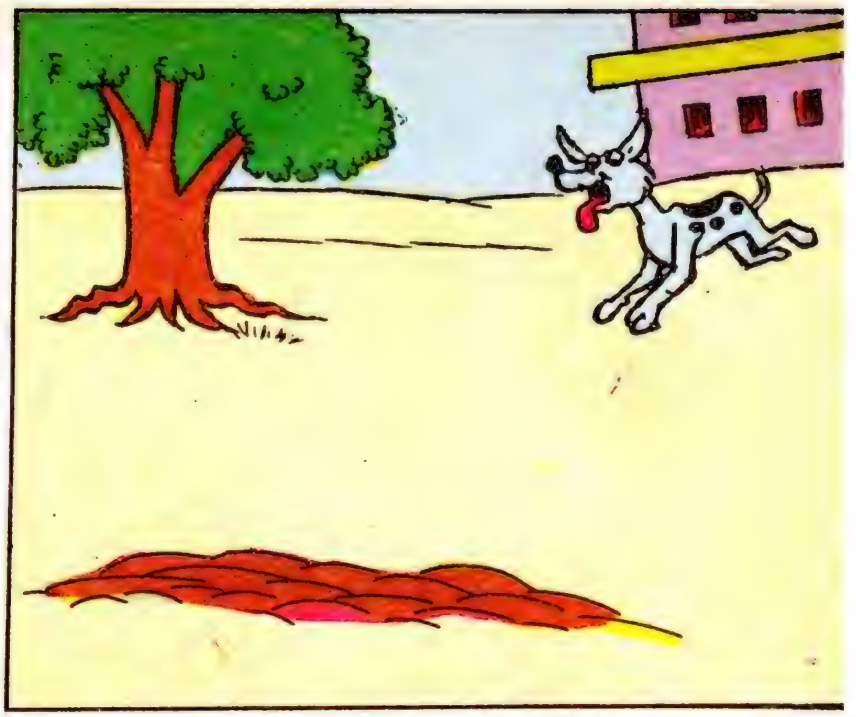
তুমি এসবের মধ্যে ফেঁসে গেলে হোটেলে গরম-মশলায় অপেক্ষা করতে থাকা লোকেরা নিরাশ হবে!
তো?

এই বোমাকে এখানেই রেখে দাও! হোটেলের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর আমরা পুলিশ ডাকব!
ঠিক আছে!

এই বোমাটাকে আমি সোফার গদীর নীচে রেখে দিয়েছি। এখানে এটাকে কেউ ছোঁবে না!
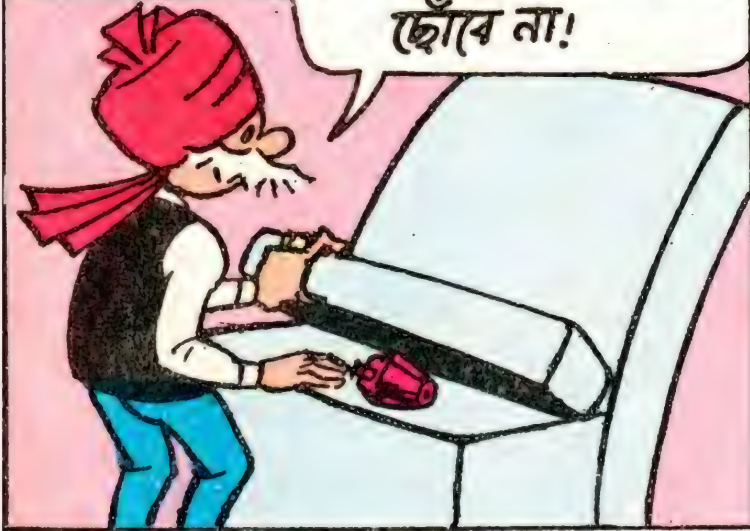
চল গিন্নী! আজ রকেটও আমাদের সঙ্গে হোটেলের খাবার খাবে।

ঐ কুকুরটা নিজের মনিবের সঙ্গে বাইরে যাচ্ছে!

চল, ভেতরে গিয়ে আমাদের বোমা খুঁজি! ওটা ঐ বাড়ীতেই হবে।
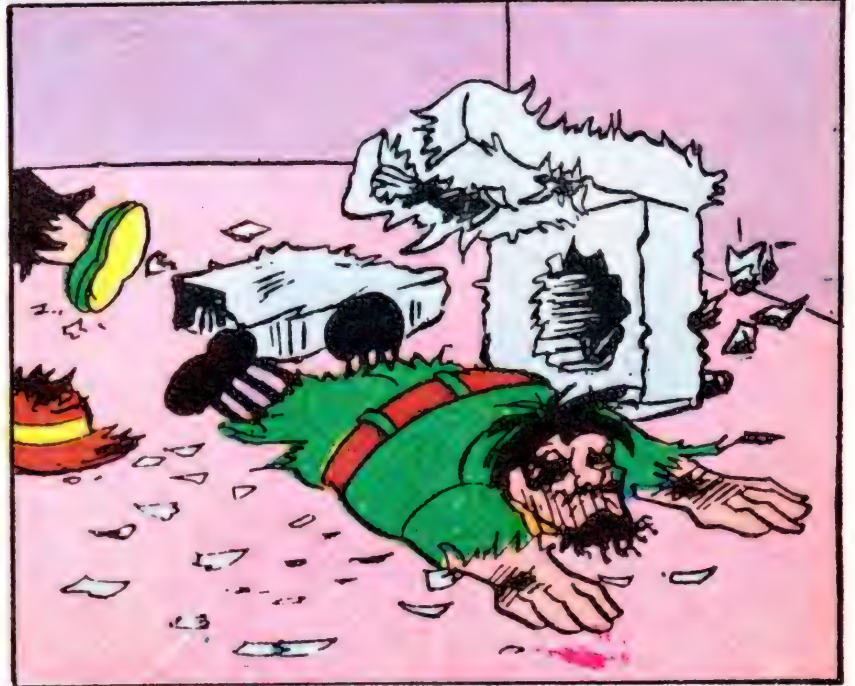
তাড়াতাড়ি চল: ওরা ফিরে না আসে।

এসো! গোটা বাড়ী খুঁজতে হবে।

এখানে নেই!

আমিও গোটা বাড়ী তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি! বোমা খুঁজে পাইনি!

সোফায় বসে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে

গোলু আর রকেট

গিন্নী! কোথায় চললে?

মহিলাদের কিটি-পার্টিতে!

জাগালো! চল, ঐ মহিলার গলার হার ছিনিয়ে নিই! ভাল দামে বিক্রী হবে!
ওর সঙ্গের কুকুরটাকে দেখেছ, বগালা।

ঐ নেড়ী কুকুরটাকে আমাদের গোলু সামলে নেবে!

গোলু?
কোথায় গেল হতচ্ছাড়াটা?

লোভী! তুই কোথাও হাড় পড়ে থাকতে দেখলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়িস!

চল আমার সঙ্গে!
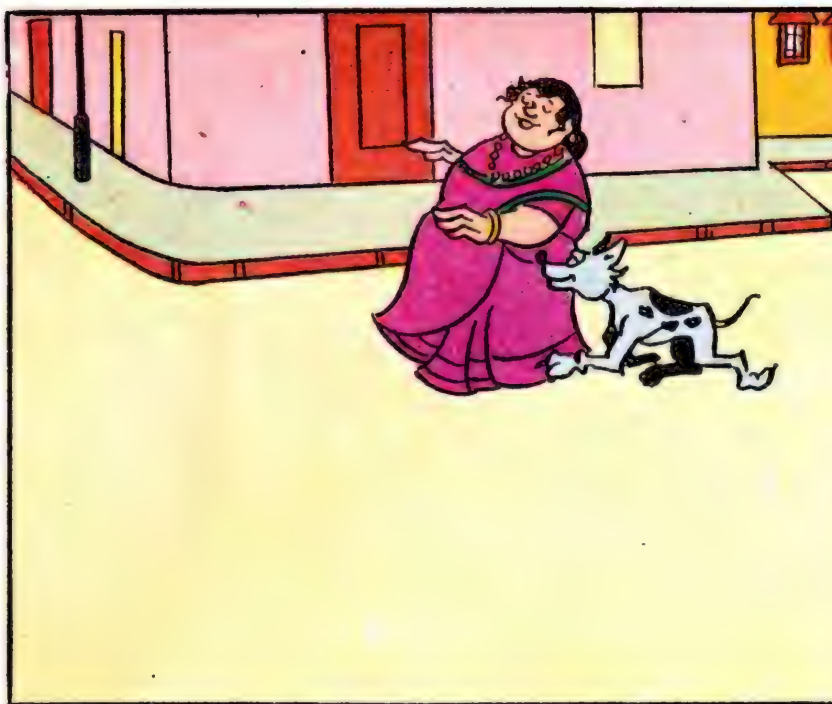
আমরা ঐ মহিলাকে লুট করতে চাই আর এই কাজটা তখনই হতে পারে, যখন ওর কুকুর ওর সঙ্গে থাকবে না! বুঝেছ? এবার যাও!

গর! গর!!

?!
গররর!!

ভৌ! ভৌ!!

শাবাশ, গোলু! ওকে দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে এসো!

এই সুযোগ!

ঐ সোনার হারটা আমাদের দিয়ে দাও! নয়তো—!

পালাও!

রকেট! ওদের দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে এসো!
ভৌ!
ভৌ!!

মহিলা
কিটি পার্টি

বাহ! তোমার নেকলেসটা কি সুন্দর!
নতুন কিনেছ?
এটা কি ২৪ ক্যারাট সোনার?

ওদিকে–
জ্বালালো! ঐ কুকুরটা চলে গেছে!

চল, গিয়ে দেখি... আমাদের হতচ্ছাড়া কুকুর গোলু কি করছে?

সলপ্
সলপ্!!

ফুলদানী আর টব

চাচা চৌধুরী! আমি চাই আপনি আর সাবু আমার বাড়ীতে খাবার খান!

নাও, সাবু! পোলাও খাও!

বাহ্! পোলাওটা দারুন সুস্বাদু হয়েছে!

সুস্বাদু পোলাও খাবার মজাই আলাদা!

আহ! পেট ভরে গেছে!

জল খাওয়া যাক!

খাবার খাওয়াবার জন্য ধন্যবাদ! এবার চলি!

এই পেতলের ফুলদানীটা আমার তরফ থেকে গ্রহণ করুন!
এটা দারুণ সুন্দর!

আর ঐ মার্বেল পাথরের টবটা সাবুর জন্য!

ঐ ভারী টবটা একমাত্র সাবুই ওঠাতে পারবে!

টবটা দেখতে সুন্দর!

দাতো আর নাতো—

দাতো! আজ কাকে লুট করতে হবে?
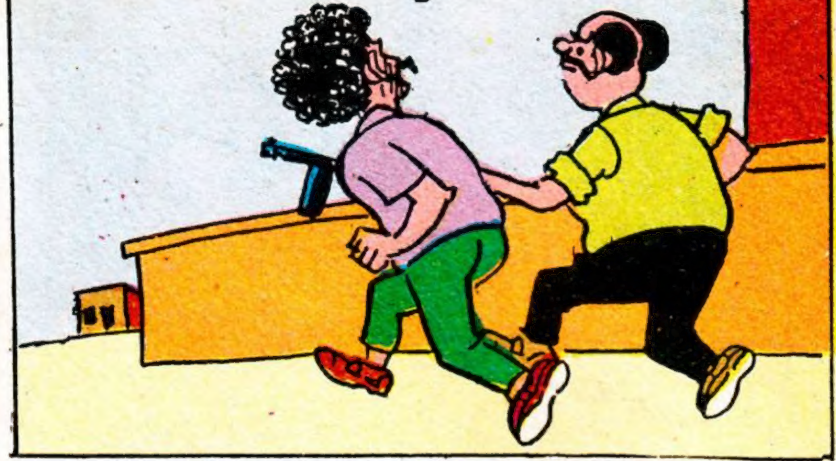
শেঠ চাঁদ রায় প্রচণ্ড ধনী! আজ ওরই বাড়ী যাওয়া যাক।

ভেতরে যেতে কোন বাধা-নিষেধ নেই!

ভেতরে ঢুকলে—
যার কাছে যা কিছু আছে, আমাদের দিয়ে দাও!

এই নাও!
ধপ্‌প্‌প্‌!

ওহো! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

দাদো! তুমি স্টেনগান দিয়ে ঐ লম্বুকে ঝাঁঝরা করে দাও!

এ্যাই...ছাড়ো!

আব্বু! টবে গাছের বদলে মানুষ কি করে গজালে?
এটা হল কৃষিবিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার!